493/B/3G.T.Road, South Howrah, (033)2641 4514,9830086733/9433387953

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.com

সাপ্তাহিক

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ ঃ ১৫ সংখ্যা ঃ ১৮ মাঘ-২৪ মাঘ, ১৪২০ ঃ ১ ফেব্রুয়ারি - ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪, ২৯ রবিঃআউঃ-০৬ রবিঃসানি, হিজরি ১৪৩৪, ১৬ পাতা মূল্য ৩ টাকা

গিরীশ ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস ৪৯৩/ বি /৩, জিটি রোড, দক্ষিণ হাওড়া ফোন (০৩৩) ২৬৪১-৪৫১৪, ৯৮৩০০৮৬৭৩৩/ ৯৪৩৩৩৮৭৯৫৩

ডায়মন্ড হারবারে সালিশিসভায় কান কাটা গেল গৃহবধূ'র

মেহবুব গাজি

পানচুরির অভিযোগে সালিশিসভা ডেকে এক গৃহবধূর কান কেটে দিল গ্রামের মাতব্বরা। কান কাটার পরেও আহত গৃহবধূকে হাসপাতালে যেতে বাধা দিয়েছে তারা। শেষমেশ ২০ কিমি দূরের কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা হয় ওই আহত গৃহবধূর। অন্যদিকে স্বামীকে বেধড়ক মারধর করার পর পুলিশের হাতে তুলে দেয় মাতব্বরা। বুধবার রাতে এই বর্বরোচিত ঘটনাটি ঘটেছে কাকদ্বীপের গোবিন্দরামপুরের পয়লাঘেরিতে। পরের দিন আহত গৃহবধূ কাঞ্চন সামন্ত গ্রামের ১৭জনের বিরুদ্ধে কাকদ্বীপ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ এদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে। অভিযুক্তরা পলাতক।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, আহত গৃহবধূর স্বামী দামোদর সামন্ত বাম সমর্থক এবং পেশায় পান চাষী। তাদের একটি পানের বরজ আছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রাম সভায় সিপিএম প্রার্থী জয়ী হন। কিন্তু গ্রামের শাসকদলের সমর্থকরা বারে বারে দামোদরকে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছিল বলে অভিযোগ। কিন্তু তৃণমূলে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব নাকজ করে দেন দামোদরবাবু। ঘটনার দিন কাকদ্বীপে পান বিক্রি করে এসেছিলেন দামোদরবাবু। শাসকদলের এক স্থানীয় নেতা ভাস্কর দাস অভিযোগ করে, দামোদরবাবু পান চুরি করে এনে বাজারে বিক্রি করছেন। দামোদরকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় গ্রামের একটি ক্লাবে। বসে সালিশিসভা। দামোদরের অভিযোগ, ক্লাবের ভিতরে সালিশি চলাকালীন প্রায় দুশো জন পুরুষ ও মহিলা ঢুরে বেধড়ক মারধর শুরু করে। স্ত্রী ও মেয়ে প্রতিবাদ করতে এলে তাদেরকেও বেধড়ক মারধর করা হয়। প্রায় আধঘণ্টা ধরে চলে গণ্ডগোল। দামোদরবাবুর স্ত্রীর দুল টেনে কান ছিঁড়ে দেওয়া হয়। এরপর পুলিশ এসে গ্রেফতার করে দামোদরকে। রাতে অন্ধকারে মা ও মেয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দামোদরবাবুকে কাকদ্বীপ আদালতে তোলা হলে জামিন পেয়ে যান। এলকার তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি সুপ্রকাশ বেরা বলেন, এরকম কোনও ঘটনা খবর পায়নি।

অভিযুক্তদের নামে ওই দলে কেউ নেই। ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে পুলিশ আইনানুগ ব্যবস্থা নিক। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (পশ্চিম) অলক রাজোরিয়া বলেন, ঘটনার তদন্ত চলছে। অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ রয়েছে। পলাতকদের খোঁজ চলছে।

২০১৫ বিশ্বকাপে অধিনায়ক কি কোহলি

নিজস্ব প্রতিনিধি: এই মুহূর্তে শুনতে অবিশ্বাস্য বলে মনে হলেও আগামী ২০১৫ বিশ্বকাপে বিরাট কোহলিকে অধিনায়ক করার এক গোপন প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটের উচ্চ মহলে। বিশেষত দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সম্প্রতি নিউজিল্যান্ড সফরে ভারতের ব্যর্থতার পর এই প্রচেষ্টাকে তুঙ্গে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই প্রচেষ্টাকারী মহল আরও পৃষ্ঠবল পেয়েছেন নিউজিল্যান্ড সফরে ধোনির অধিনায়কত্বের ধরন নিয়ে প্রশ্ন ওঠায়। এর আগেও ধোনির অধিনায়কত্বাধীন ভারতীয় দল কখনও ব্যর্থ হলেই যখনই মিডিয়ার

শরাঘাত ধেয়ে আসত ধোনির দিকে, 'সুপারকুল' ধোনি কিন্তু নির্লিপ্তভাবেই তাচ্ছিল্যসহকারে এইসব প্রশ্নের মোকাবিলা করতেন। কিন্তু এবার ব্যর্থতার পর ধোনিকে সেই চিরাচরিত নির্লিপ্ত মেজাজে পাওয়া যাচ্ছে না। ধোনির টিম নির্বাচন, বোলিং পরিবর্তন, ব্যাটসম্যানদের পজিশন পরিবর্তন নিয়ে উত্তাল হয়ে উঠেছে ভারতীয় ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ মহল। রবি শাস্ত্রী এবং গাভাসকার এমন দু'জন ব্যক্তি যাঁরা কিন্তু কখনই বোর্ডের ক্ষমতাশালী মহলের বিরুদ্ধে কলম ধরেন না। তাঁদেরও কিন্তু সাম্প্রতিক কলমগুলিতে ধোনির বিরুদ্ধে প্রতিধ্বনি উঠছে। গাভাসকার সাম্প্রতিক একটি কলমে ইঙ্গিত দিয়েছেন ধোনির ইদানিংকালের সিদ্ধান্ত গোয়ার্তুমির পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে। ধোনির মুখ্য পৃষ্ঠপোষক শ্রীনিবাসন যখন ক্ষমতার তুঙ্গে রয়েছেন তখন

এরপর পাঁচের পাতায়

ব্রিগেড থেকে দিল্লিতে পরিবর্তনের ডাক দিলেন মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি: দিল্লি চলো'র ডাক দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি। ৩০ জানুয়ারি ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে আগাগোড়াই তিনি ছিলেন আক্রমণাত্মক। তিনি এদিন সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন কংগ্রেস বা বিজেপি নয় এখন দেশের একমাত্র বিকল্প হল তৃণমূল কংগ্রেস। তিনি উপস্থিত লক্ষ লক্ষ মানুষকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু'র মহা আহ্বানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, দিল্লি চলো, ভারত গড়ো। এই বাংলা থেকেই শুরু করতে হবে পরিবর্তনের যাত্রা। তিনি আরও বলেন, আজকের দিনটি হল জাতীয় শোকদিবস। গান্ধীজীর আত্মবলিদানের দিন। এছাড়া তাঁর ভাষণের মাধ্যমে তিনি পরিষ্কার বলে দেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস একাই বিয়াল্লিশটি আসনে লড়বে। সমর্থকদের সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেন, একটা আসনও ছাড়া যাবে না। আমরা যত বেশি সংখ্যক আসন পাব, দিল্লির

বক্তৃতারত মমতার ছবি তুলছেন বিদেশি পর্যটক। ইনসেটে মমতা ব্যানার্জি। *ছবি: শঙ্কর হালদার*

এরপর পাঁচের পাতায়

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে স্বজনপোষণের অভিযোগ কুলপি বিধায়কের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা: টেট দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন তৃণমূলের বিধায়ক। যে তৃণমূল বিধায়ককে নিয়ে টেট বিতর্ক তিনি হলেন কুলপির বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার। অভিযোগ বিধায়ক তাঁর ছেলে, ভাইঝি ও তাঁর স্বামী, গাড়ি চালকের বোন ও শ্যালিকার ভাবী পুত্রবধূকে প্রাইমারী স্কুল টিচারে চাকুরি পাইয়ে দিয়েছেন অভিযুক্ত বিধায়ক।

সব অভিযোগ খণ্ডন করে বিধায়ক জানিয়েছেন, পুরো ঘটনাটাই মিথ্যে। রাজ্য সরকারকে বিপাকে ফেলার জন্য এই ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। আমি কাউকে চাকরি পাইয়ে দিইনি। আমার ছেলে এবং আত্মীয়রা পরীক্ষায় পাশ করে মেধার ভিত্তিতে প্রাইমারী স্কুলে চাকরি পেয়েছেন।

এ ই অভিযোগ নিয়ে খোদ তৃণমূলের অন্দরেই অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে। কুলপির তৃণমূল নেতা তথা দক্ষিণ ২৪ পরগণা তৃণমূল সেবা দলের চেয়ারম্যান কৃত্তিবাস সর্দার জানিয়েছেন, বিধায়ক নিজেই স্বজনপোষণ করেছেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

কেন্দ্রীয় সরকারে সব দফতরে গ্র্যাজুয়েট নিয়োগ

স্টাফ সিলেকশন কমিশনের মাধ্যমে সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস, সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশন, ইনটেলিজেন্স ব্যুরো, রেল মন্ত্রক, বিদেশ মন্ত্রক, সেন্ট্রাল এক্সাইজ, ইনকাম ট্যাক্স এইসব বিভিন্ন দফতরে নিয়োগ হবে কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেল পরীক্ষা ২০১৪-র মাধ্যমে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ২৭ এপ্রিল ও ৪ মে। মেন পরীক্ষা হবে ৩০ ও ৩১ আগস্ট। বিভিন্ন পদের মধ্যে আছে - আপার ডিভিশন ক্লার্ক, অডিটর, জুনিয়র অ্যাকাউন্টটেন্ট, ট্যাক্স অ্যাসিস্টেন্ট, ইন্সপেক্টর, ডিভিশনাল অ্যাকাউটেন্ট, ইনকাম ট্যাক্স ইন্সপেক্টর, সিবিআই সাব ইন্সপেক্টর ও অ্যাসিস্টেন্ট এনফোর্সমেন্ট অফিসার। স্ট্যাটিসটিক্স অন্যতম বিষয় নিয়ে যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনভেসটিগেটর গ্রেড টু পদের জন্য আবেদন করতে পারেন। অংক বিষয় নিয়ে যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা ডিগ্রি কোর্সে প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় বছরে স্ট্যাটিসটিকস অন্যতম একটি বিষয় নিয়ে থাকলেও আবেদন করতে পারবেন। অর্থনীতির বিষয় নিয়ে যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা ডিগ্রি কোর্সে স্ট্যাটিসটিক একটি বিষয় নিয়ে থাকলে আবেদন করতে পারবেন। এই পদের ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ১৮-২৬-এর মধ্যে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ও সিবিআই সাব ইন্সপেক্টর পদের ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ২০-২৭'র মধ্যে। সমস্ত পদের ক্ষেত্রেই বয়স হবে ১ জানুয়ারি ২০১৪-এর হিসেবে। ওবিসিরা ৩, তপশিলিরা ৫, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০, বিবাহ বিচ্ছন্ন মহিলারা পুনরবিবাহ না করে থাকলে ৮ বছর বয়সের ছাড় পাবেন।

দৈহিক মাপ: ইন্সপেক্টর (সেন্ট্রাল এক্সাইজ, এক্সামিনার, প্রিভেন্টিভ অফিসার, সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ নার্কোটিক্স ইন্সপেক্টর, সাব ইন্সপেক্টর) পদের ছেলেদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৫৭.৫ সেমি., বুকের ছাতি ফুলিয়ে ৮১ সেমি.। মেয়েদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৫২ সেমি. ওজন ৪৮ কেজি। সিবিআই সাব ইন্সপেক্টর পদের ছেলেদের উচ্চতা ১৬৫ সেমি., বুকের ছাতি ফুলিয়ে ৭৬ সেমি.। মেয়েদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৫০ সেমি.।

দৃষ্টিশক্তি: চশমা ছাড়া বা চশমাসহ দূরের ক্ষেত্রে এক চোখে ৬/৬, অন্য চোখে ৬/৯। কাছের ক্ষেত্রে এক চোখে ০.৬ অন্য চোখে ০.৮।

পরীক্ষা পদ্ধতি: প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে এই সব কেন্দ্রে - কলকাতা (কোড নং ৪৪১০), বারাসত - ৪৪০২, বহরমপুর-৪৪০৩, চুঁচুড়া-৪৪০৫, জলপাইগুড়ি-৪৪০৮, মালদহ-৪৪১২, মেদিনীপুর-৪৪১৩, শিলিগুড়ি-৪৪১৫।

অবজেকটিভ টাইপ মালটিপল চয়েজ প্রশ্ন হবে এই সব বিষয়ে। জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজিনিং, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, কোয়ানটিটেটিভ অ্যাপ্টিচিউড, ইংরাজি রচনা। ২০০ নম্বরের পরীক্ষা, সময় ২ ঘণ্টা, নেগেটিভ মার্কিং থাকবে।

মেন পরীক্ষায় প্রশ্ন থাকবে কোয়ানটিটেটিভ অ্যাবেলিটি ও ইংরাজি ভাষার বিষয়ে। তবে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনভেসটিগেটর (গ্রেড-২) পদের ক্ষেত্রে স্ট্যাটিক্সটিক বিষয়ে আর একটি পত্রের পরীক্ষা দিতে হবে।

অ্যাসিস্টেন্ট পদের ক্ষেত্রে কম্পিউটারে দক্ষতা এবং ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ডাটা এন্ট্রি স্কিল টেস্ট হবে। অডিটর, অ্যাকাউন্টটেন্ট, আপার ডিভিশন ক্লার্ক, ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট, সাব ইন্সপেক্টর (নার্কোটিক্স) পদের ক্ষেত্রে ইন্টারভিউ হবে না। ইন্সপেক্টর (সেন্ট্রাল এক্সাইজ এগজামিনার, প্রিভেন্টিভ অফিসার) ও সাব ইন্সপেক্টর (নার্কোটিক্স) পদের ক্ষেত্রে দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা হবে।

শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা: ছেলেদের ক্ষেত্রে থাকবে ১৫ মিনিটে ১৬০০ মিটার হাঁটা আধ ঘণ্টায় ৮ কিলোমিটার সাইক্লিং। মেয়েদের ক্ষেত্রে ২০ মিনিটে ১ কিলোমিটার হাঁটা এবং ২৫ মিনিটে ৩ কিলোমিটার সাইক্লিং।

আবেদন পদ্ধতি: www.ssconline.nic.in এই ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন করবেন। তবে দরখাস্তের বয়ান পাবেন এই ওয়েবসাইটে - http://ssc.nic.in। ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পার্ট ওয়ান রেজিস্ট্রেশন ও ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পার্ট টু রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। পার্ট ওয়ান পুরণের পর ফিজ চালানের প্রিন্ট আউট নিতে হবে। ফিজ জমা দিতে হবে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কোনও শাখায় অথবা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে।

স্টাফ সিলেকশন কমিশনের মাধ্যমে

এরপর বারো পাতায়

সৌরশক্তির মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: সৌরশক্তির মাধ্যমে কৃষি উন্নয়নের জন্য ক্যানিং থানার হাটপুকুরিয়া অঞ্চলের ৩০বিঘের জমি চিহ্নিত করা হল। বিশ্ব ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় ৩০ বিঘের জমির ওপর প্রথম পর্যায়ে গড়ে উঠবে সৌরশক্তি দ্বারা কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পটি। এই পাইলট প্রজেক্ট তৈরি হলে জেলার ৩০ হাজার কৃষক।

উপকৃত হবেন বলে আশা কৃষি দফতরের। জেলা পরিষদের সহ সভাপতি শৈবাল লাহিড়ী, কৃষি দফতরের ইঞ্জিনিয়ার অশোক পাত্র জমি পরিদর্শনের পর জমি চিহ্নিতকরণ করে।

নাম/পদবি পরিবর্তন

আমি দেব নারায়ণ দাস, পিতা স্বর্গত জি দাস, বয়স ২২, জাতি হিন্দু, ভারতীয় নাগরিক, পেশা ড্রাইভার, বসতি - ২/১/১ চেতলাহাট রোড, কলকাতা-২৭, আলিপুর নোটারি ৬.২.২০০১ তারিখের এফিডেভিট বলে দেবাশিস দাস হইলাম। দেবাশিস দাস এবং দেব নারায়ণ দাস এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

হুইলচেয়ার বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : গোলকুঠি এলাকায় ও.এন.জি.সি'র আর্থিক সহায়তায় সুন্দরবনের ১২টি ব্লকের প্রতিবন্ধীদের হুইলচেয়ার বিতরণ করেন দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলা পরিষদের সহ সভাপতি শৈবাল লাহিড়ী। তিনি বলেন, প্রতিবন্ধীদের সুযোগ সুবিধা প্রদানে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রামদাস, বাসন্তী ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রতিমা মণ্ডল প্রমুখ। গোসাবা থানার কামাক্ষাপুর গ্রামের বাসিন্দা ধনঞ্জয় দাস বলেন, তাঁর প্রতিবন্ধী আট বছরের ছেলেকে হুইল চেয়ার দেওয়ায় সহজেই এখন স্কুলে যাতায়াত করতে পারবে।

বাঘের চোখে ছানি, অস্ত্রোপচার করলেও বিপদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: সুন্দরবনে বন দফতরের খাঁচায় ধরা পড়ল বৃদ্ধ বাঘ। বন দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, গত ১৫দিন ধরে সজনেখালি জঙ্গলে একটি বৃদ্ধ বাঘের ওপর নজর রেখেছিল বনদফতরের কর্মীরা।

জঙ্গলে বনদফতরের বিশেষ ক্যামেরায় ধরা পড়ে যে বৃদ্ধ বাঘটি অসুস্থ। চোখে ছানি পড়েছে, পিছনের পা দুর্বল। এরপর সজনেখালি জঙ্গলে টোপ দিয়ে খাঁচা পাতা হয়। খাঁচায় ধরা পড়লে সজনেখালি ক্যাম্পে বাঘটির চিকিৎসা শুরু হয়।

বনদফতরে প্রধান মুখ্য বনপাল উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় বলেন, চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী বাঘটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু চিকিৎসকদের মতে, চোখে অস্ত্রোপচার করলে তা থেকে বাঘের বিপদ হতে পারে। কারণ, অতীতে দেখা গিয়েছে, চোখে অস্ত্রোপচার করলে বাঘ তা চুলকিয়ে ঘা করে দেয়। এক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করার কোনও সুযোগই থাকে না।

বৃন্দাকে আটকাতে ঋতব্রতকে মনোনয়ন দেওয়া হল

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়: দিল্লির নেতা-নেত্রীদের পশ্চিমবঙ্গে দলের শক্তির ওপর ভর করার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। প্রকাশ কারাত, সীতারাম ইয়েচুরীর পক্ষ থেকে বিশেষভাবে চেষ্টা করা হয় যাতে বৃন্দা কারাত ওই আসনের জন্য মনোনীত হন। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ থেকে আরও কয়েকজন নেতা-নেত্রী ওই পদে দাবিদার হিসেবে আসরে অবতীর্ণ হন। প্রশ্ন ওঠে, বাংলা ছাড়াও কে কে হিন্দি এবং ইংরাজিতে স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারেন। সেক্ষেত্রে দলের পক্ষ থেকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কেই বেছে নেওয়া হয়। বামফ্রন্টপ্রার্থী হিসেবে মনোনয়পত্র পেশ করার পর তিনি বলেন, ফ্রন্টের নীতিগুলি রাজ্যসভায় তুলে ধরাই হবে আজ প্রধান কাজ।

এছাড়াও বর্তমানে রাজ্যজুড়ে মহিলাদের নিরাপত্তাহীনতা, সারদাসহ লগ্নি সংস্থার কেলেঙ্কারি এবং সাম্প্রতিক টেট দুর্নীতির কথাও রাজ্যসভায় বলতে চাই। শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির যে অভিযোগ সামনে এসেছে, তাতে ছাত্রসহ অগণিত পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত।

মাথায় সাপে কাটলে তাগা বাঁধবে কোথায় : রেজ্জাক মোল্লা

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : কংগ্রেসকে হারাও, বিজেপিকে ঠেকাও। ক্যানিং থানার রেলওয়ের মাঠে বিরোধীদের এভাবে আক্রমণ করলেন ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্রের বিধায়ক রেজ্জাক মোল্লা। কংগ্রেস ও বিজেপিকে কটাক্ষ করে প্রাক্তন ভূমি সংস্কার মন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রে ইউপিএ সরকার দুর্নীতিগ্রস্ত। কংগ্রেসের নেতা ও মন্ত্রীরা চুরি করছে, নয় জেল খাটছে। এদের কিছুতেই পরবর্তী নির্বাচনে সরকার গঠন করতে দেওয়া যাবে না। মাথায় সাপে কাঁটলে তাগা বাঁধবে কোথায় যেখানে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী কয়লা কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে সেখানে বাঁচার রাস্তা কোথায়।

কংগ্রেসের পতন শুরু হয়ে গিয়েছে, তাই দিল্লিতে ক্ষমতায় এসেছে আম আদমি পার্টি। অন্যদিকে রাজ্যের শাসক দলকে আক্রমণ করতে ছাড়েন না রেজ্জাক বাবু। তিনি বলেন, তৃণমূলের গুণ্ডা মস্তানের দল অটোতে খুচরো পয়সা নিয়ে তরজা করে মহিলাদের রড দিয়ে আহত করছে। রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী মদন মিত্র কী করছেন বলে কটাক্ষ করেন রেজ্জাকবাবু। ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে ফের পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় ফিরে আসার প্রকাশ করেছেন তিনি।

বইমেলার আগে বই প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন কলকাতা প্রেসক্লাবে একঝাঁক প্রথিতযশা কবিদের উপস্থিতিতে চতুরঙ্গ প্রকাশনার উদ্যোগে ড. জয়ন্ত চৌধুরীর প্রথম কাব্য গ্রন্থ 'মেঘ সমুদ্র ও একলা আকাশ' বইটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কবি যশোধারা রায়চৌধুরী। প্রচ্ছদশিল্পী শর্মিষ্ঠা সরকার কবিতার বিষয় অনুযায়ী শিল্পকর্ম নিপুণভাবে ফুটিয়েছেন। প্রকাশনার তরফে কবি দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায় বলেন যে গবেষক জয়ন্ত চৌধুরীর কবি সত্ত্বাকে আমরা প্রথম প্রকাশ করলাম। কবি কৃষ্ণা বসুর স্বরচিত কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে এই বই প্রকাশ অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এছাড়াও বৈজয়ন্ত রাহা ও সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বই যথাক্রমে 'না বলা কথার বাঁকে' ও 'যেখানে ভূতের ভয়' প্রকাশিত হয়। 'এবং অক্ষর' নামে একটি ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্রের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটে এই অনুষ্ঠানে। জয়ন্ত ও বৈজয়ন্ত এই দুই কবি তাঁদের কবিতাপাঠ করেন। বইমেলায় চতুরঙ্গের স্টলে আসার আহ্বান জানান উপস্থিত কবি দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য বিশিষ্ট কবিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কবি সব্যসাচী দেব, সৈয়দ হাসমত জালাল, অনীক রুদ্র, অমিতাভ সিরাজ, সুমন্ত ভৌমিক, ইমন রোদ্দুর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

নিজের বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে কবি জয়ন্ত চৌধুরী। (একেবারে ডানদিকে)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
দক্ষিণ ২৪ পরগনা
১২, বিপ্লবী কানাই লাল ভট্টাচার্য্য সরণী
কলকাতা - ৭০০০২৭

স্মারক সংখ্যা - ৬২/জেঃতঃসঃদঃ/২৪পরঃ(দ) দিনাঙ্ক - ২২/০১/২০১৪

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরে সরকারি বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার একটি তালিকা প্রস্তুত করার জন্য নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে :

(১) যে সব স্থানীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক পত্রিকা ক্রাউনের ১/২ সাইজের ৪ পৃষ্ঠা অথবা ক্রাউনের ১/৪ সাইজের ৬ পৃষ্ঠ এবং মাসিক, দ্বিমাসিক, ত্রৈমাসিক প্রভৃতি পত্রিকা ক্রাউনের ১/৪ সাইজের অথবা ডিমাইয়ের ১/৮ সাইজের ন্যূনতম ৩২ পৃষ্ঠার প্রকাশিত হচ্ছে, শুধুমাত্র তারাই আবেদন করতে পারবেন।

(২) নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে এ বছর যারা প্রথমবার তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করছেন তারা ২০১৩ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত সবকটি সংখ্যা জমা দেবেন। যারা ইতিমধ্যেই সরকারি বিজ্ঞাপন তালিকার অন্তর্ভুক্ত তারা পত্রিকার কপির পরিবর্তে জেলা বা মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরে পত্রিকা জমা দেওয়ার স্বীকৃতি পত্রের কপি দেবেন।

(৩) এ ছাড়া নতুন বা পুরনো সমস্ত আবেদনপত্রের সঙ্গেই চার্টাড অ্যাকাউন্ট্যান্ট কর্তৃক প্রদত্ত বিক্রয় সংক্রান্ত শংসাপত্র, প্রকাশক ও মুদ্রকের শংসাপত্র জমা দিতে হবে। এছাড়া রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ও ডিক্লারেশন সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত কপিও আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে।

(৪) আবেদনপত্রের ফর্ম দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর থেকে সরকারি কাজের দিন সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে। পত্রিকার সম্পাদক ব্যক্তিগতভাবে অথবা অনুমোদিত ব্যক্তির মাধ্যমে ফর্ম সংগ্রহ করতে পারেন।

(৫) পূর্ণাঙ্গ তথ্যাবলিসহ আবেদনপত্র ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ বিকাল ৫টার মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরে জমা দিতে হবে।

(৬) নির্দিষ্ট সময়ের পর কোনও আবেদনপত্র গ্রহণ করা যাবে না।

(৭) অসম্পূর্ণ কিংবা সকল শর্ত পূরণ করা হয়নি এমন আবেদনপত্র সরাসরি বাতিল হবে। এ বিষয়ে কোনও রকম যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয়।

স্বাক্ষর
জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক
দক্ষিণ ২৪ পরগনা
৭৮(১৪)/জেঃতঃসঃদঃ/২৪পরঃ(দ)/২৭/০১/২০১৪

শারদোৎসবের আমেজে জমে উঠেছে কলকাতা বইমেলা

ছবি: অভিমন্যু দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি: মঙ্গলবার থেকে শুরু হল ৩৮তম কলকাতা বইমেলা। এবার মেলার থিম দেশ পেরু। যে দেশ ছিল রেড ইন্ডিয়ান 'ইনকা' রাজাদের দেশ। যেখানে ছিল আগাগোড়া প্রবাদে সোনার শহর এলডোরাডো। যে স্বর্ণ শহরের ব্যর্থ অনুসন্ধানে প্রাণ দিয়েছেন শত শত অভিযাত্রী। বাংলাতে আবার এলডোরাডো নিয়ে অনবদ্য উপন্যাস লিখেছিলেন কিশোর সাহিত্যের অগ্রদূত হেমেন্দ্র কুমার রায়। যার ১২৫তম বার্ষিকীর এবার মেলায় পালিত হচ্ছে হৈ হৈ করে। এবারের মেলার উদ্বোধক হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, এ শুধু বইয়ের মেলা নয়। দুর্গাপুজোর মতো একটি উৎসব যেখানে সবাইকে এসে মিলিত হতে হয়। এই বইমেলার রেশ কখনও ফুরোয় না। সারাবছর ধরেই একান্ত অনুভব করি। আজকের দিনে মোবাইলে ইন্টারনেটে মানুষ বই পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু তাতে বইয়ের আনন্দ হ্রাস পায় না। আমি কলমে লিখতেই স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করি। সকলের সকল বই দাম দিয়ে কেনার মতো সামর্থ্য থাকে না। কিন্তু এখানে এসে বই দেখার যে আনন্দ তা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন পেরুর সাহিত্যিক ফ্রান্সেস্কা জেনগ্রি।

এছাড়াও ছিলেন সাহিত্যিক শংকর। এদিন মমতা ব্যানার্জি চারটি বই উদ্বোধন করেন যোগেন চৌধুরী এবং মুখ্যমন্ত্রী নিজে সত্যম রায় চৌধুরীর লেখা নেতাজি সংক্রান্ত একটি বইয়ের উদ্বোধন করেন। মেলার কেন্দ্রস্থলে রয়েছে গিল্ডের নিজস্ব 'সুচিত্রা মণ্ডপ', যা সাজানো হয়েছে মহানায়িকার কিছু দুর্লভ ছবি দিয়ে। এবারের মেলার অন্যতম আকর্ষণ হল 'কলকাতা সাহিত্য উৎসব'। থিম পেরুর স্টল ছাড়াও প্রতিবেশি রাষ্ট্র বাংলাদেশসহ মোট ২৯টি বিদেশি স্টল মেলায় আছে। ২০০-রও বেশি লিটল ম্যাগাজিন স্টল এবারের মেলায় স্থান পেয়েছে। ৫৬৮টি প্রকাশকের স্টলের পাশে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুটি স্টল আছে। এবারের মেলার উদ্বোধন সূচনা হয়েছে শিল্পী উষা উথুপের অনুষ্ঠান দিয়ে, শেষ হবে রূপম ইসলামের গান দিয়ে। এবারের বইমেলার প্রধান তোরণগুলি হয়েছে পেরুর প্রাচীন সভ্যতা, প্রিন্সেপঘাট, পশ্চিমবঙ্গ ও হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ১২৫ বর্ষ থিম নিয়ে। মূল পাঁচটি কক্ষ কমলকুমার মজুমদার, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের নামাঙ্কিত। এছাড়াও এবারের মেলার আরও একটি অন্যতম আকর্ষণ হল 'বই ও মুদ্রণের ইতিহাস' শীর্ষক একটি বিশেষ প্রদর্শনী।

মেলা উদ্বোধনের একদিন আগে মেলায় অবস্থিত গিল্ড অফিসে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়কে 'লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট' সম্মান প্রদান করা হয়। তাঁর হাতে গিল্ডের পক্ষ থেকে পুরস্কার মূল্য স্বরূপ পাঁচ লাখ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া 'প্রতিশ্রুতিমান সাহিত্য সম্মান' পুরস্কার স্বরূপ এক লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয় কবি শ্রীজাতের হাতে। আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এবারের 'বইমেলা' পার্কসার্কাসের সায়েন্সসিটির কাছে অবস্থিত মিলনমেলা প্রাঙ্গণে চলবে।

সংঘবদ্ধ হয়ে সংগঠনকে দৃঢ় করুন : সূর্যকান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, রায়দিঘি: এরাজ্যে টাকার দাম, মমতার কথার দাম কমছে। আর জিনিস পত্রের দাম বেড়েছে। রায়দিঘি থানার কাছারি বাজারে একটি জনসভায় তৃণমূলকে কটাক্ষ করে একথা বলেন বিরোধী দলনেতা সূর্যকান্ত মিশ্র। তিনি আর বলেন, কংগ্রেস বড়লোকের দল, বিজেপি সাম্প্রদায়িক আর তৃণমূল ছন্নছাড়ার দল। বাংলার সর্বনাশ হচ্ছে। এর আমূল পরিবতর্নের প্রয়োজন রয়েছে। বাম নেতাদের সংবদ্ধ হয়ে সংগঠনকে আরও দৃঢ় করার ডাক দেন সূর্যবাবু। দরকার পড়লে মানুষের কাছে যান। আরও বেশি করে জনসংযোগ গড়ে তুলুক জেলার বাম নেতা নেত্রীরা। সংগঠনের দুর্বলতার কারণে তৃণমূলের হাতে আক্রমণ হতে হচ্ছে সিপিএম কর্মীদের।

প্রদর্শনী ম্যাচে অংশগ্রহণ সাংবাদিকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ক্যানিং: সুন্দরবন খেলাধুলোর মান উন্নয়নে আয়োজিত প্রদর্শনী ক্রিকেট ম্যাচে অংশগ্রহণ করে সুন্দরবনের ক্যানিং থানার গোলকুঠি ময়দানে ক্যানিং এসডিপিও একাদশ বনাম ক্যানিং মহকুমা প্রেস একাদশ। প্রেস একাদশে অংশ গ্রহণ করেন জেলার দৈনিক , সাপ্তাহিক, পাক্ষিক মুদ্রন এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক ও ক্যামেরাম্যান। প্রদর্শনী ম্যাচে উপস্থিত ছিলেন

মহকুমার তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের আধিকারিক তাপস ভাওয়াল, জেলার সহ-সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী।

শৈবালবাবু বলেন, এই প্রদর্শনী ম্যাচে জেলার অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা অনুপ্রাণিত হবে।

মাতৃপ্রণাম

বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের সুচিত্রা সেন স্মরণ অনুষ্ঠানে মা'কে প্রণাম নিবেদন কন্যা মুনমুন সেনের।
ছবি: মানস মণ্ডল

জলপ্রকল্পের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর: ১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে জল প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা। জয়নগর থানার পৌরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডে এই জল প্রকল্পটি নির্মাণ করা হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের বিধায়ক তরুণ নস্কর, জয়নগর পৌরসভার চেয়ারম্যান ফরিদা বেগম।

এই জল প্রকল্পে উপকৃত হবেন ১৪টি ওয়ার্ডের ৩০ হাজার মানুষ। জেলার খেলাধুলোর উন্নয়নের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাবিত স্টেডিয়ামের কথা ঘোষিত হয় ওইদিনই। ইন্দিরা উদ্যানের প্রস্তাবিত ফায়ার বিগ্রেডের জমি পরিদর্শন করেন মন্ত্রী।

মহানগর

লিমকা বুকে ফরওয়ার্ড ব্লক-এর অশোক ঘোষ

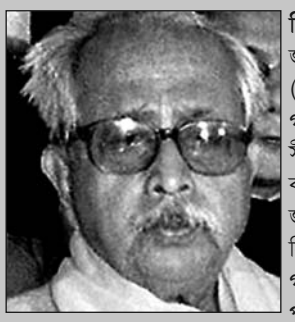

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ত্রিপুরি অধিবেশনে (১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ) সুভাষচন্দ্র বসু গান্ধীজি সমর্থিত প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়াকে ২০৩ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে দ্বিতীয় বারের জন্য জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদে নির্বাচিত হন। পট্টভির পরাজয়ে হতাশ গান্ধীজি বলেন, 'সীতারামাইয়ার পরাজয়, আমার পরাজয়।' গান্ধীজির অঙ্গুলি হেলনে কংগ্রেস কার্যকরি সমিতির সকল সদস্য (মোট ১২ জন) পদত্যাগ করলে, সুভাষচন্দ্র জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদে ইস্তফা দিতে একরকম বাধ্য হন।

পরবর্তী সময়ে সুভাষচন্দ্র ১৯৩৯-এর ৩ মে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নামে এক রাজনৈতিক দল গঠন করেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিষ্ঠিত এই রাজনৈতিক দলের নাম বর্তমানে জাতীয় রেকর্ডস বুক 'লিমকা বুক অফ রেকর্ডসে' (বেসরকারি বুক অফ রেকর্ডস) অন্তর্ভুক্ত হল এক টানা ৬৬ বছর দলের রাজ্য সম্পাদক থাকা ৯১ বছর বয় অশোক ঘোষের হাত ধরে। এবার লক্ষ্য 'গিনেস বুক অফ রেকর্ডসে'র দিকে। এদিকে ইংল্যান্ডের রাজধানী লন্ডন থেকে গিনেসের তরফে অশোক ঘোষের যাবতীয় তথ্য চেয়ে পাঠানো হয়েছে। ১৯৪৮-এ অশোকবাবু যখন এ দলের রাজ্য সম্পাদকের দায়-দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিলেন তখন স্বাধীন ভারতবর্ষের বয়স মাত্র এক। দেশের প্রধানমন্ত্রীর আসনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। প্রসঙ্গত, ১৯৩৯-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাককালে দলের জন্মকালে তরুণ অশোক ঘোষ ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্য পদ পেয়েছিলেন। আর অশোকবাবু যেভাবে টানা ১৫ দফায় তাঁর দলের রাজ্য সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন, দেশের কোনও রাজ্যে কোথাও এমন নজির অমিল।

বাকি ঋণ ৩,৪০০ কোটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: ২০১৩-'১৪ অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষেত্রে খোলা বাজার (বন্ড বেচে) থেকে ঋণ নেওয়ার সর্বোচ্চ সীমা ২১,০০০ কোটি টাকা।

রাজ্য অর্থ দফতর সূত্রের খবর, গত ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত চলতি আর্থিক বছরে বাজার থেকে রাজ্যের মোট ঋণের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়াবে ১৭,৬০০ কোটি টাকা। গত ১৫ জানুয়ারি রাজ্য সরকার বাজার থেকে ১,২০০ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে। গত ডিসেম্বরে তিনবারে বাজার থেকে রাজ্যের নেওয়া মোট ঋণের পরিমাণ প্রায় ২৩০০ কোটি টাকা। বর্তমান অর্থবর্ষের বাকি আড়াইমাসে রাজ্য সরকার বাজার থেকে আর মাত্র ৩,৪০০ কোটি টাকা ঋণ নিতে পারবে।

শহরের বাজারগুলি অগ্নি সুরক্ষার আওতায় আসছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: এবার থেকে পুরসভার নয়া বাজার নির্মাণের ক্ষেত্রে দমকল বাহিনীর নিয়ম না মানলে পুর লাইসেন্স দেওয়া হবে না। পুর বাজার দফতরের মেয়র পারিষদ তারক সিংহের বক্তব্য, মূলত শহরের বাজাগুলিতে অগ্নি সুরক্ষার স্বার্থে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পুরনো বাজারের ক্ষেত্রে প্রতিটি পুর বাজারে 'ডিপ টিউবওয়েল' বসিয়ে চারদিকে 'কানেকশন' দেওয়া হচ্ছে যাতে আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে তা নিভিয়ে ফেলা যায় এবং প্রত্যেকটা বাজারে 'ফায়ার এক্সটিংগুইশার' যা আছে সেগুলোকে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে এবং যেটা খারাপ তার পরিবর্তে নয়া মেশিন লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তারকবাবু বলেন, ৯০টি পুর ও বেসরকারি বাজারে 'ডিপ টিউবওয়েল' বসিয়ে দমকলকে দেওয়া হয়েছে।

আরও পাঁচটি 'ডিপ টিউবওয়েলে'র কাজ চলছে, হাতিবাগান মার্কেটের 'ডিপ টিউবওয়েলে'র কাজ প্রায় শেষের পর্যায়। এখান থেকে দমকল বিভাগ সাড়ে তিন মিনিটে তাদের ট্যাঙ্ক ভরে নিতে পারে। শহরে এগুলি জলের নয়া উৎস। এদিকে সিইএসসি ও পৌরসভা যৌথভাবে পুরবাজার ও বেসরকারি বাজার মিলিয়ে শহরের মোট ৩৫৮টি বাজার পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি বাজারে সিইএসসি তার অংশে 'ওভারলোড' আটকাতে 'সার্কিট ব্রেকার' লাগিয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে, পুরসভার পক্ষ থেকে দোকানদারদের বলা হয়েছে 'ডিসট্রিবিউশন পয়েন্টে' 'এম.সি.বি' লাগানোর জন্য যাতে 'ওভারলোড' হলে বিদ্যুৎ সংযোগ নিজে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যে সমস্ত দোকান এখনও লাগায়নি পুরসভার পক্ষ থেকে তাদের নোটিশ করা হয়েছে। এদিকে, পুরবাজারগুলির ভেতর রান্না করা ও রাত্রিবাস নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কুলপি বিধায়কের বিরুদ্ধে

প্রথম পাতার পর

তা না হলে একসঙ্গে কীভাবে পরিবারের ৫জন চাকরি পেলেন। এমনকি শোনা যাচ্ছে অর্থের বিনিময়ে এই চাকরি পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। সবটাই দলের হাইকমান্ডের নজরে আনা হয়েছে।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, যোগরঞ্জন বাবু নাকি ২০ জনের তালিকা পাঠান তৃণমূল ভবনে। সেই তালিকার মধ্যে কুলপি ব্লক যুবক সভাপতি প্রদীপ মণ্ডলের স্ত্রী মমতা মণ্ডলেরও নাম ছিল। কোনও কারণবশত মমতাকে টেটের ইন্টারভিউ না নেওয়ায় আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। এরপরেই প্রদীপ মণ্ডলের সঙ্গে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ার পার্সন সুরঞ্জনা চক্রবর্তীর কথোপকথনের বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশ্যে চলে আসে। তারপরেই টেট দুর্নীতিতে নাম উঠে আসে যোগরঞ্জন বাবু ও জেলা পরিষদের সদস্য নিরঞ্জন মাঝির। নিরঞ্জন বাবুর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে, তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন এবিষয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করবেন না। শোনা যাচ্ছে তালিকা তৈরির সঙ্গে জড়িত রয়েছেন বিধায়ক স্ত্রী ও ভাইপো।

এই ঘটনায় বিধায়কের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে তৃণমূলের একাংশ। প্রকাশ্যে মুখ খুলতে না চাইলেও কেউ কেউ দাবি করেছেন, অবিলম্বে এই প্যানেল বাতিল করে স্বচ্ছতার সঙ্গে প্যানেল তৈরি করে প্রাথমিকে নিয়োগ করতে হবে।

অন্যদিকে কুলপির সিপিএম নেত্রী শকুন্তলা পাইক জানিয়েছেন, বিধায়কের ছেলে সৌম্য হালদার, ভাইঝি রানু ও তার স্বামী কৌশিক দাস, শ্যালিকার ভাবী পুত্রবধূ টুম্পা বৈরাগী ও ছেলের দুই বন্ধু সহ গাড়ি চালকের বোনের নিয়োগ পত্র বাতিল করা হোক।

এছাড়াও নিরঞ্জন বাবুর ভগ্নি পতির বন্ধুর ছেলে বিপ্লব হালদার ও আরও ২জনের নিয়োগপত্রও বাতিল করা উচিত।

বিচারাধীন অভিযুক্তকে শিক্ষক নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার: মহিলাকে খুন এবং নিগ্রহের মামলায় বিধারাধীন থাকা সত্ত্বেও প্রাইমারী স্কুল শিক্ষকের চাকরি পেয়ে গেলেন কুলপি থানার রামকৃষ্ণপুরের বাসিন্দা বিপ্লব হালদার। ইতিমধ্যে রায়পুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক পদে যোগ দিয়েছে অভিযুক্ত বিপ্লব হালদার। প্রশ্ন উঠেছে পুলিশ ভেরিফিকেশন ছাড়া কী ভাবে প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিয়োগ পত্র পেলো ওই বিচারাধীন ব্যক্তি।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১২-র ৮ আগস্ট প্রতিবেশী এক মহিলাকে নিগ্রহের পাশাপাশি খুনের চেষ্টার অভিযোগ ওঠে বিপ্লবের বিরুদ্ধে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় মহিলাকে ভর্তি করানো হয় কুলপি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। অভিযোগের ভিত্তিতে বিপ্লবকে ডায়মন্ড হারবার এসিজেএম আদালতে তোলা হলে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। ২৬ দিন জেল হেফাজতে থাকার পর জামিনে মুক্তি পান বিপ্লব। তবে মামলাটি এখন ডায়মন্ড হারবার এসিজেএম আদালতে মামলাটি বিচারাধীন। এরই মধ্যে গত ২৪ জানুয়ারি টেটের নিয়োগপত্র হাতে পেয়েছেন তিনি। নিগৃহিতা মহিলার অভিযোগ, মামলা বিচারাধীন থাকা সত্ত্বেও কীভাবে সরকারি নিয়োগপত্র হাতে পায়।

ঘটনায় বিপ্লবের পরিবারের তরফে মুখে কুলুপ এঁটেছে। বিশিষ্ট আইনজীবী কল্লোল কুমার দাস জানিয়েছেন, পুরোটাই প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের গাফিলতি। ফৌজদারী অপরাধে বিচারাধীন থাকা সত্ত্বেও সরকারি চাকরি নিয়োগপত্র পেতে পারে না।

দ্রুত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পুলিশের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কঙ্কর প্রসাদ বারুই বলেন, আইন মেনে তদন্তের পর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

অন্যদিকে জেলা তৃণমূল সেবা দলের চেয়ারপার্সন কৃত্তিবাস সর্দার জানান, ঘটনাটি নজরে এসেছে। জলের হাইকমান্ড, প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ ও জেলা পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানানো হবে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান সুরঞ্জনা চক্রবর্তী এবিষয়ে মুখ খুলতে চাননি।

ভিন্নস্বাদের ছবি নয়নতারা

নয়নতারা ছবির গানের সিডি মুক্তি পেল প্রেস ক্লাবে। ছবি: মানস মণ্ডল

নিজস্ব প্রতিনিধি: দুটি অল্প বয়সী বিপরীত মেরুর দুই মেয়ের জীবনের গল্প নিয়েই এই ছবির মূল কাহিনী। শ্যামল বসু পরিচালিত এই ছবিতে সমাজের প্রতি বিশেষ মেসেজও খুঁজে পাওয়া যাবে। আঁখি একজন শান্ত, স্থির মেয়ে। বাবার হঠাৎ মৃত্যুর পর মায়ের সঙ্গে দাদুর আশ্রয়ে বড় হতে থাকে। অন্যদিকে অপর মেয়ে স্মিতা কিন্তু আঁখির সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী মেয়ে। নানান কাজের চাপে বাবা-মায়ের থেকে ঠিকমতো ভালবাসা পায় না। ফলে তার মনে জন্মায় এক তীব্র ক্ষোভ। যে ক্ষোভের রোষে সে হয়ে ওঠে রুষ্ট ও একরোখা উগ্র একটি মেয়ে রূপে পরিণত হয়। বাবা-মা থেকেও তাঁদের ভালবাসা না পাওয়ার ফলে তাঁর কাছে পৃথিবীতে বেঁচে থাকা অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। সুখী আঁখির জীবনে হঠাৎ নেমে আসে অন্ধকার। কোনও এক অজ্ঞাত কারণে তাঁর জীবনে অন্ধত্ব নেমে আসে।

একইসঙ্গে তাঁর জীবনে চোখের ডাক্তারের প্রতি ভালবাসা জন্মায়। দাদু একমাত্র নাতনির চোখের বিষয়ে খুব চিন্তিত হয়ে ওঠে। আঁখি কি তার চোখ ফিরে পাবে? কি হবে স্মৃতির জীবনের পরিণতি। এই সব কিছুর উত্তর জানতে হলে অবশ্যই দেখতে হবে সুবোধ ছাঝর প্রযোজিত 'নয়নতারা' ছবিটি। এই ছবির অন্যতম আকর্ষণ হল গান। মোট পাঁচটি গান আছে।

দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছেন ড. সীমা চক্রবর্তী। শাশ্বত চ্যাটার্জির কথা ও সুরে শুভঙ্কর-ভাস্কর-এর কণ্ঠে দুটি গানই শ্রুতি মধুর। অপর একটি গান গেয়েছেন তপনজ্যোতি। প্রতিটি গানই ছবিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। সম্প্রতি কলকাতা প্রেসক্লাবে এই ছবির গানের সিডি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়। ছবিটি ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মুক্তি পাবে।

অধিনায়ক কি কোহলি

প্রথম পাতার পর

তাঁকে কীভাবে অধিনায়কত্ব পদ থেকে সরানো সোনার পাথর বাটির মতোই ব্যাপার বলে মনে করেন ভারতীয় ক্রিকেট জনতা। কিন্তু ঘটনা হল, শ্রীনিবাসনকে বিপদের সময় জগমোহন ডালমিয়া সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করেছেন। যদিও ভারতীয় ক্রিকেটে অলিন্দে ঘোরাফেরা করা ব্যক্তিদের অভিমত ডালমিয়া উপায়ন্তর না থাকায় শ্রীনিবাসনকে সমর্থন যোগাচ্ছেন। কিন্তু তিনি অপেক্ষা করে আছেন শ্রীনিবাসন আইনি প্যাঁচে কখন ভূ-পতিত হবেন। অর্থাৎ ডালমিয়া নাকি গোপনে শ্রীনিবাসন বিরোধীদের সকলের সঙ্গেই নানা অঙ্ক কষে যোগাযোগ রক্ষা করে যাচ্ছেন। অপরদিকে ভারতীয় বোর্ডের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী হাজার চেষ্টা করেও ললিত মোদিকে রাজস্থান ক্রিকেট সংস্থার কর্তার পদে নির্বাচিত হওয়া থেকে সরিয়ে রাখতে পারলেন না। একটা কথা কিন্তু নিশ্চিত শ্রীনিবাসনের সঙ্গে ধোনির ব্যবসায়িক সম্পর্ক যতই ঘনিষ্ঠ হোক না কেন চক্রব্যূহে পড়ে গেলে শ্রীনিবাসন কিন্তু ধোনিকে ছেঁটে ফেলতে দু'বার ভাববেন না। আগামী বিশ্বকাপ হচ্ছে কিন্তু অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডের বাউন্সি পিচে। সেখানে রোহিত শর্মা, শেখর ধাওয়ানরা কতটা পারফরমেন্স দেখাতে পারবেন তা একমাত্র ওপরওয়ালাই জানেন। ধোনির মূল অস্ত্র ইশান্ত শর্মা তাঁর উপযোগী পিচ পেয়েও পারফরমেন্স করতে চূড়ান্ত ব্যর্থ। বিরাট কোহলি একমাত্র ধোনির টিমে কিছুটা ধারাবাহিকতা দেখিয়েছেন। ওদিকে অমিত মিশ্র'র মতো স্পিনারকে কেন খেলান হচ্ছে না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে থাকতেই কথা উঠেছিল বরুণ অ্যারন এবং স্টুয়ার্ট বিনি'র নির্বাচন এবং তা নিয়ে ধোনির চুপচাপ থাকার ব্যাপার নিয়ে। এখন দেখার আইসিসি'র বৃহৎ অংশকে যেভাবে শ্রীনিবাসন বিক্ষুব্ধ করে তুলেছেন, অপরদিকে ললিত মোদি যেভাবে আবার ফিরে আসার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছেন সেই ক্ষেত্রে আগামী টুর্ণামেন্টগুলিতে সাফল্য না পেলে ধোনির ভবিষ্যৎ কি হবে। ধোনির সংকটজনক মুহূর্তে যে সব ফাটকা খেলেছেন অতীতে তা তাঁকে বার বার সাফল্যের মুকুট পরিয়ে দিয়েছে সেই প্রথমবার টি-২০ বিশ্বকাপ জয় থেকেই। কিন্তু ইদানীং ধোনির এই ধরনের সিদ্ধান্তগুলি একটিও ক্লিক করেনি। তার ওপর আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগেই যেভাবে মোদি ঝড় উঠেছে সে প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার বিজেপি নেতা অরুণ জেটলি যিনি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, তিনি কিন্তু ক্রিকেট জনিত সংকট মুহূর্তে অনেক সময়ই জগমোহন ডালমিয়ার ওপর নির্ভর করেছেন।

এখন অপেক্ষার সময় পাশার দান কোন দিকে পড়ে তা দেখার।

পরিবর্তনের ডাক দিলেন মমতা

প্রথম পাতার পর

মসনদ গড়ায় ততই লাভবান হব।

সভার শুরুতে বর্ষীয়ান সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী বলেন, ওঁর পুরোটাই মমতাময়। ব্রিগেডে এমন স্বতঃস্ফূর্ত জনসমাগম আগে কখনও দেখিনি। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা ভাল কাজ করছেন। সেই সুবাদে তিনি দেশকেও পথ দেখাচ্ছেন। মমতার মানবপ্রেম দেখে অনেককিছু শেখার আছে। দিনে দিনে ওঁর প্রতি মানুষের ভরসা বাড়বে। আদিবাসী, দরিদ্র, অসহায় সবাইকে পথ দেখাচ্ছেন তিনি। দিল্লির মসনদে মমতাকে দেখতে চাই। ও সম্ভাব্য যোগ্য প্রধানমন্ত্রী।

এদিন মমতা বলেন, গণতন্ত্র মানে রাজতন্ত্র নয়। তাই রাজতন্ত্রের অবসান হোক। একসময় বাংলা আজ যা ভাবছে, বাকি ভারতবর্ষ পরের দিন তাই ভাবত। তাই ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে, পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়তে হবে। তিনি বিজেপি সম্পর্কে সরাসরি বলেছেন, কোনও দাঙ্গায় মুখ দেখাতে চাই না। কাজ করা ছাড়া আমাদের আর কোনও কাজ নেই। তিন কোটি কুড়ি লক্ষ মানুষকে আমরা দু-টাকা কেজি দরে চাল পৌঁছে দিচ্ছি। আমরা এবার পরিবর্তন চাই। এবার পরিবর্তন চাই দিল্লিতে। সেজন্য দেশের বিভিন্ন প্রদেশে যাব। মানুষকে বোঝাব। প্রতিহিংসা নয়, আমরা চাই প্রতিকার। দিল্লিতে এই পরিবর্তনের জন্য তিনি আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে সুষ্ঠভাবে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, কংগ্রেস আর বিজেপি নয়, চাই আঞ্চলিক শক্তিগুলির বিকাশ। কংগ্রেসের দিকে সরাসরি ইঙ্গিত করে বলেছেন, দুর্নীতি হটাও দেশ বাঁচাও। সিপিআই(এম)-এর উদ্দেশে তিনি বলেছেন, গত পঁয়ত্রিশ বছর ওরা পঞ্চান্ন হাজার মানুষকে খুন করেছে, দেনার দায়ে রাজ্যকে ডুবিয়ে দিয়েছে, সবাইকি এসব কথা এত তাড়াতাড়ি ভুলে যায়। এদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী, চলচ্চিত্র তারকাসহ বিশিষ্ট জনেরা। প্রশ্ন উঠেছে এদিনের সভায় কত মানুষ এসেছিলেন। জানা গিয়েছে, অগণিত মানুষ এদিন মাঠে ঢোকার সুযোগই পাননি। স্বাভাবিকভাবেই এদিন ব্রিগেড মেলায় পর্যবোসিত হয়েছিল। আশার কথা, তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের মধ্যে কোনও বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করতে দেখা যায়নি।

সত্যমেব জয়তে

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Tender Notice

Sealed Tenders are invited from the intending and bonafide tenderers for (1) Storing of food stuff and (2) Carrying those to different AW Centres under Diamond Harbour-I ICDS Project, South 24 Parganas.

Tender forms along with "Terms & Conditions" will be issued without any cost from 03.02.2014 to 24.02.2014 from the office of the undersigned on every working day from 12-00 noon to 4-00 P.M. and also upto 2-00 P.M. on 25.02.2014.

Intending tenderers must submit their tenders alnog with the relevant documents in the sealed drop box kept for receving tenders at the office of the C.D.P.O. Diamond Harbour-1, from 03.02.2014 upto 2-00 P.M. on 25.02.2014.

No Tender will be accepted if received through mail or received after 2-00 P.M. on 25.02.2014.

Tenderers and Secretary/Executive Officers (in case of co-operative Society) will be allowed to be present at the time of opening of Tenders in the office chember of the S.D.O. Diamond Harbour, on 25.02.2014 at 2-30 P.M.

Sd/-
(Sanjeeb Rakshit)
Child Development Project Officer
Diamond Harbour-I ICDS Project
South 24 Parganas

Memo No. 17/ICDS/DH-1 **Date:28/01/2014**

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা,১ ফেব্রুয়ারি - ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

বিকৃত রবীন্দ্রভাবনা-চর্চা বন্ধ হোক

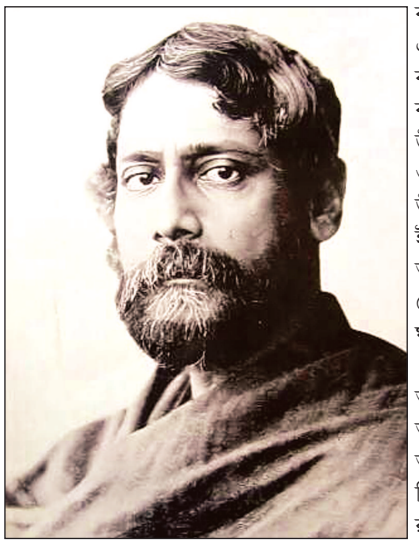

বইমেলায় মেলা বই-এর ভিড়ে যে বঙ্গসংস্কৃতির চর্চা চলে তা বাঙালীর মননচর্চার উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। ভাষা সরস্বতীর তীর্থক্ষেত্র বই মেলাতে ইদানিং নানা মতলব আর কুরুচিকর ভাবনার কৌশলী অনুপ্রবেশ ঘটছে।

কলকাতা আন্তর্জাতিক বই মেলায় অতীতে যখন ময়দানে অনুষ্ঠিত হত তখন বই বিক্রির তাড়নায় আরব্য রজনীর লিভিং মডেল দাঁড় করিয়ে রাখার ঘটনা ঘটেছে। স্বামীজী নেতাজিকে নানাভাবে কলঙ্কিত করতে যুক্তিবাদী মোড়কে নানা প্রকাশনা লক্ষ্য করা গিয়েছে।

সম্প্রতিকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বিকৃত চর্চা শুরু হয়েছে। বাংলার একটি বড় প্রকাশনা থেকে জনৈক 'সাহিত্যিক সাংবাদিক' একের পর এক রবি ঠাকুরের সম্পর্কে উপন্যাসধর্মী আখ্যান রচনা করছেন যা বাংলার সাধারণ মানুষকে খুব সহজেই বিভ্রান্ত করতে সক্ষম। প্রচারের গুণে সেই সব অনৈতিহাসিক ভিত্তিহীন গালগল্প শুধুমাত্র রবীন্দ্রনুরাগী পাঠকদের মনে আঘাত দিল না যারা কাব্য-সাহিত্য-ইতিহাস সম্পর্কে খোঁজখবর রাখেন তাঁরাও আহত হলেন মনে মনে। অথচ এই বাংলার মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী এই মুহূর্তে বাংলাতে রবীন্দ্রময় সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে অক্লান্ত আক্ষরিক চেষ্টা করছেন ।

জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির ঐতিহ্যকে কলঙ্কিত করতে 'আরব্যরজনী' খ্যাত এক অনুবাদ সাহিত্যিকও আসরে নেমে পড়েছেন। রবি ঠাকুরের প্রতিভার কণামাত্র যাঁদের হৃদয়কে স্পর্শ করেনি তাঁরাই রবি ঠাকুরের পারিবারিক সম্পর্ককে কলুষিত করতে চাইছেন, নিজেদের চারিত্রিক দৈন্যতার নিরিখে। রবীন্দ্র সমসাময়িক বা তাঁর সংস্পর্শে আসা পরবর্তীকালের রবীন্দ্র গবেষকরা অধিকাংশই প্রয়াত। সেই সুযোগে এই 'নব্য গবেষকরা' রবীন্দ্র সংস্কৃতিতে কাদা ছোটাতে চেষ্টা করছেন। যা শুধু লজ্জার নয়, একধরনের অপরাধও বটে। রাজ্যে সাধারণ মানুষ, সাহিত্যসেবী সবারই সোচ্চার প্রতিবাদ প্রয়োজন এই মত প্রকাশে স্বাধীনতার অজুহাতে বারোয়ারী 'গবেষণা' থামাতে।

অমৃতকথা

১৬৬। প্রেম তিন রকম – সামর্থা, সামঞ্জস্যা, সাধারণী। উচ্চ, মধ্যম ও নীচ। উচ্চ—তুমি ভাল থাকলেই হোলো, আমি কষ্ট পাই ক্ষতি নেই। মধ্যম-তুমিও ভালো থাকো, আমিও ভাল থাকি। নীচ—আমি বুঝি কষ্ট পাবো ? তুমি যেমন কোরে পার অমুক জিনিস আমায় দাও।

১৬৭। এ সংসারে যেমন অনেক বরফের বিষয় শুনেছে মাত্র, কখনও চোখে দেখিনি, সেই রকম ধর্ম্ম প্রচারকও অনেকে আছেন, যাঁরা ঈশ্বরের তত্ত্ব শাস্ত্রে পড়েছেন মাত্র, জীবনে অনুভব করেননি। আবার যেমন অনেকে বরফ দেখেছে, খায়নি। সেই রকম প্রচারকও অনেক আছেন, যাঁরা তাঁর দূর আভাস পেয়েছেন মাত্র, কিন্তু প্রকৃত তিনি যে কি পদার্থ তাঁর মর্ম বুঝতে পারেননি। বরফ যে খেয়েছে সেই বরফের গুণ বলতে পারে। ঈশ্বরকে শান্ত, দাস্য ইত্যাদি ভাবে যিনি তাঁকে লাভ করেছেন, তিনিই তাঁর গুণ যথার্থ বলতে পারেন ।

১৬৮। যেমন কতকগুলো মাছ জালে আটকালে আদপে পালাবার চেষ্টা করে না, অমনি পড়ে থাকে, আবার কতকগুলো মাছ পালাবার জন্য লম্ফঝম্ফ করে, কিন্তু পালাতে পারে না, আবার আর এক জাতীয় মাছ আছে যারা জাল ছিঁড়ে পালিয়ে যায়। আবার দু'চারটে মাছ এমনই সেয়ানা যে কখনও জালে পড়ে না। সেই রকম সকল জীব সমান হোলেও অবস্থাভেদে জীব চাররকমের। বদ্ধজীব, মুমুক্ষজীব, মুক্তজীব ও নিত্যজীব।

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণপরমহংসদেব

'কোনও কিছুতেই অবাক হবে না'

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

অ্যাটর্নি বিশ্বনাথ দত্ত মারা যাওয়ার তিনদিন আগের কথা। পুত্র নরেন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর বাবা কয়েকদিন পরেই এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে যাবেন। তাই কোনও দ্বিধা না করে তিনি সরাসরি বিশ্বনাথ দত্তকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি তো আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন, কিন্তু আমাদের জন্য কি 'মেসেজ' দেবেন, তখন বিশ্বনাথ দত্ত বলেছিলেন, কোনও কিছুতেই অবাক হবে না। শুধু নরেন্দ্র নাথের ক্ষেত্রেই নয়, আজও তাঁর কথাগুলি দৈনন্দিন জীবনে প্রাসঙ্গিক তা মরমে মরমে উপলব্ধি করতে পারা যায়।

সাম্প্রতিককালে সংবাদপত্রের পাতায় এবং টেলিভিশন চ্যানেলে 'ধর্ষণ'-এর ঘটনা ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে. তার মধ্যে বীরভূমের সুবলপুর গ্রামের ঘটনা সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যে বাংলা নিয়ে স্থানীয় প্রতিটি মানুষ গর্ববোধ করেন তাদের সেই সম্মান আজ ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছে। ভাবতেও অবাক লাগে, একবিংশ শতাব্দীর একটা দশক পার হয়ে যাওয়ার পরেও গ্রামে গ্রামে তথাকথিত সালিশী সভা চলে এবং সেখানকার তথাকথিত জানগুরুদের নির্দেশে একটি কুড়ি বছরের মেয়েকে গণধর্ষিতা হতে হয়। প্রশ্ন উঠেছে, কেন তাঁর এই অবস্থা হল ? খবরে প্রকাশ, শেখ খালেক নামে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়। এই অপরাধে ওই মেয়ে ও তাঁর প্রেমিককে গ্রামে সারারাত বেঁধে রেখে মোড়ল ও অন্যান্য স্থানীয় বাসিন্দাদের সামনে বিচার চলে। বিচারের শেষে রায় দেওয়া হয়, এই ধরনের অপরাধ করার জন্য তাঁদের দু'জনকে পঁচিশ হাজার টাকা (মোট পঞ্চাশ হাজার টাকা) জরিমানা দিতে হয়।ছেলেটির পরিবারের পক্ষ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা দেওয়া হলেও হতদরিদ্র মেয়েটি সেই টাকা দিতে পারেনি। তখন গ্রামের সালিশি সভায় রায়ে বলা হয়, মেয়েটিকে গণধর্ষণ করা হোক। অভিযোগে প্রকাশ, গ্রামের মোড়লসহ বারোজন পুরুষ সারারাত ধরে ওই মেয়েটির ওপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। আরও শোনা গিয়েছে, তথাকথিত বিচারসভার পুরোটাই ভিডিও রেকর্ডিং করা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, সেদিন স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান (তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য) এবং সিপিআই(এম) দলের সদস্য সকলেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

কোনও সন্দেহ নেই বীরভূমের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবলপুর গ্রামের অধিকাংশ বাসিন্দাই হতদরিদ্র পরিবারের অধিবাসী। স্বাধীনতার ৬৭ বছর পরেও আজও সেখানকার মানুষজন আধুনিক পৃথিবীর নানান সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। প্রসঙ্গত, এ-ধরনের পিছিয়ে পড়া গ্রামের অস্তিত্ব এ রাজ্য তথা সারাদেশে পাওয়া যেতে পারে। আজও এই রাজ্যের অনেক গ্রাম আছে যেখানকার অনেক স্থানীয় মানুষ শহর কলকাতায় একবারের জন্যও আসার সুযোগ পাননি। বিশ্বায়নের কিছু কিছু প্রভাব সেইসব গ্রামে ছিঁটেফোঁটা পড়লেও মানুষেরা আগেও যেভাবে জীবনযাপন করতেন, আজও সেইভাবেই থাকেন বা বলা হয়, থাকতে বাধ্য হন।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রশ্ন উঠেছে, এই ধরনের সালিশি সভা কাদের মদতে চলে ? স্থানীয় থানা, পঞ্চায়েত, প্রশাসন সবাই নিশ্চয়ই এদের অস্তিত্বের কথা জানত। তাহলে তারা কি এতদিন কুম্ভকর্ণের পথ অবলম্বন করেছিলেন। ফলাও করে বলা হচ্ছে, একশো দিনের কাজের সুবাদে গ্রামের মানুষদের অভাব অনেকাংশে দূর হয়ে গিয়েছে। ইন্দিরা আবাস যোজনার মাধ্যমে দারিদ্রসীমার নিচে থাকা মানুষদের বাসস্থানের সমস্যা অনেকটাই দূরীভূত হয়ে গিয়েছে। পরিশ্রুত পানীয় জল, পাকা রাস্তা-এখন আর অলীক স্বপ্ন নয়। রূঢ় বাস্তব হল , গ্রামের সঙ্গে যাদের নিয়মিত যোগাযোগ আছে, তারা জানেন আজও সেখানকার সামগ্রিক অবস্থা কতটা হতাশাব্যঞ্জক, কতটা দুর্বিসহ।

এদেশে ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর অনেকেই নড়েচড়ে বসেন। কিন্তু ঘটনা ঘটার আগে কোনরকম ব্যবস্থা নিতে দেখা যায় না।

রাজা আসে, রাজা চলে যায়-কিন্তু এদেশে গরিব মানুষদের অবস্থার কোনও বদল হয় না। পশ্চিমবঙ্গের মানুষেরা অনেক সময় গর্ব করে বলেন, এ-রাজ্যে জাতপাতের কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু প্রকৃত ছবি প্রমাণ করে দিচ্ছে অন্য কথা।

শুধু বীরভূম নয়, প্রতিদিনই রাজ্যের কোথাও না কোথাও বয়স নির্বিশেষে মহিলারা ধর্ষিতা হচ্ছেন। আড়াই বছরের শিশুকন্যাকে যারা ধর্ষণ করে প্রকাশে চরমতম শাস্তি হওয়া উচিত বলে মনে করেন দেশের অধিকাংশ মানুষ। সমস্যা হচ্ছে, আমাদের দেশের আইনে অভিযুক্তদের স্বপক্ষে অনেক সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। তাই এক একটি বিচারের রায় জানতে সময় লেগে যায় বছরের পর বছর। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিচারপ্রক্রিয়া যত বিলম্বিত হয়,ততই অভিযুক্তদের ছাড়া পাওয়ার পথ প্রশস্ত হয়ে ওঠে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তারা বেকসুর খালাসও পেয়ে যায়। কোনও দ্বিধা না করেই বলা যায়, এক্ষেত্রে পুলিশ ও রাজনৈতিক দলগুলির অবস্থা অত্যন্ত জঘন্য। অনেকেই প্রায়শই বলে থাকেন, পুলিশ সব সময়ে আর্থিকভাবে সম্পন্ন মানুষদের পক্ষেই কাজ করে থাকে। চাহিদামত অর্থের যোগান দিতে না পারলে থানা আদালত সর্বত্রই একই ছবি দেখতে পাওয়া যায়। গ্রামের কিংবা শহরের গরিব মানুষদের তারা 'মানুষ' বলেই মনে করে না। ঘটনাচক্রে এস ওয়াজেদ আলির সেই আপ্তবাক্য সেই ট্রাডিশন আজও চলেছে-কোনও পরিবর্তন হয়নি। এদেশে ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর অনেকেই নড়েচড়ে বসেন। কিন্তু ঘটনা ঘটার আগে কোনরকম ব্যবস্থা নিতে দেখা যায় না।

প্রশাসনিক প্রধান তথা রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা মুখে অনেক আশ্বাস দেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভবি ভোলবার নয়। আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয়, এদেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা সারাবছর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারী দেবতার পুজো করে থাকেন। কিন্তু বাস্তবে প্রতিদিন ধর্ষিতা হন মহিলারা। বিশেষজ্ঞদের মতে কঠোরভাবে এই অবস্থার মোকাবিলা করতে না পারলে ওই সব অসুরের বিনাশ কোনও অবস্থাতেই সম্ভব হয় না।

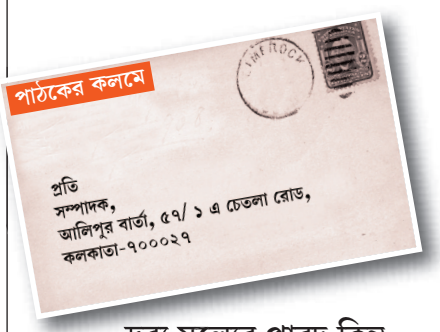

দ্রব্য মূল্যের পারদ কিন্তু নামছে না

এই শীতের মরশুমে পশ্চিমবঙ্গে উত্তুরে হাওয়ার প্রকোপ বেশ প্রবলভাবেই দেখা গিয়েছে। তাপমাত্রা মাপাঙ্কের পারদও নেমেছে আশানুরূপভাবেই। কিন্তু বাজারে দ্রব্যমূল্যের কোনও হেরফের নেই। নতুন আলু বাজারে অঢেল আসা সত্ত্বেও দাম বারো টাকার নিচে কোনওভাবেই নামছে না। যেখানে শরৎকালে বাজারে দাম ছিল ১৮ থেকে ২০ টাকা। বাকি প্রত্যেকটি সবজির দামের হারও একইভাবে ঊর্ধ্বগতি বজায় রেখেছে। শীতকালে ভারতীয়দের কাছে অপরিহার্য খাদ্য কড়াইশুটি। তার দামও ২০ টাকার কম নয়। ছোট ফুলকপিও ১০ টাকার নিচে পাওয়া যাবে না। আর মাছ-মাংসের কথা তো বলাইবাহুল্য। ১৫০-২০০ নিচে কোনও কথা নেই। সংবাদমাধ্যমগুলি শারদীয় উৎসবের পরে কিছুদিন বাজার দর নিয়ে আসর সরগরম করে রেখেছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে কোনও সংবাদপত্র বা টিভি মিডিয়ার খবর দেখলে মনে হচ্ছে এই রাজ্যে ধর্ষণ, অটোচালকদের দৌরাত্ম্য ও রাজনৈতিক সংঘর্ষ ছাড়া আর কোনও সমস্যা নেই। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে কারও কোনও মাথাব্যাথ্যা নেই। এই মুহূর্তে এক শ্রেণির মানুষের হাতে অগাধ কালো টাকা জমা হয়েছে। তাঁদের ৪০ টাকা কিলো সবজি বা ৫০০ টাকা কিলো মাছ কিনতে কোনও সমস্যা নেই।

কিন্তু মধ্যবিত্ত থেকে দারিদ্রসীমাতে বাস করা মানুষেরা প্রত্যেকদিন ন্যূনতম যে খাবারটি খেয়ে জীবনধারণ করেন তা কেনাও তাঁদের সাধ্যের সীমার বাইরে চলে যাচ্ছে। অর্থনীতি ও বাজার বিশেষজ্ঞরা একটা বাক্যই আওড়ে যাচ্ছেন চাষীরা কিন্তু এই অর্থের কোনও অংশই পাচ্ছেন না। লাভের গুড় পুরোটাই খেয়ে যাচ্ছে মধ্যসত্ত্ব ফোড়েদের দল। এই অবস্থায় সরকারের কি কিছুই করণীয় নেই! **স্বপন হালদার, মথুরাপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।**

হেরেও যেতে পারেন মালিয়াবাদি

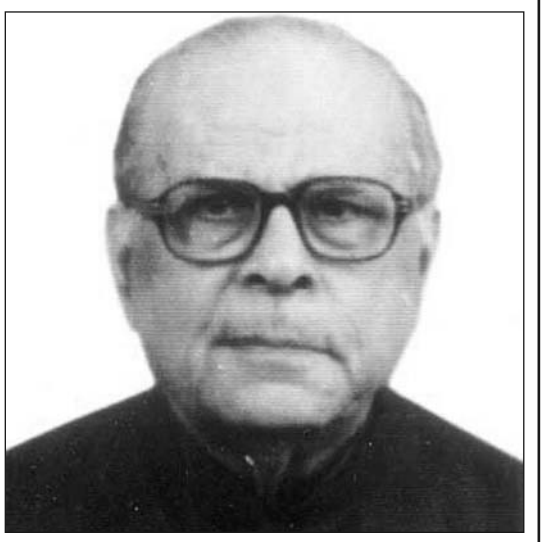

পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যসভার পঞ্চম আসনে আহমেদ সৈয়দ মালিয়াবাদির নির্বাচনী আঙ্গিনায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে জমে উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেস বনাম কংগ্রেস-সিপিআই(এম)-এর দ্বৈরথ। সংখ্যার হিসেবে সিপিআই(এম)-এর উদ্বৃত্ত বারোটি ভোটের সঙ্গে কংগ্রেসের আটত্রিশটি ভোট একত্রিত হলেই জিতে যাবেন মালিয়াবাদি। কিন্তু শেষপর্যন্ত নাটক কোন পথে এগোয় সেটাই এখন দেখার বিষয়।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে এবার রাজ্যসভার পাঁচটি আসন শূন্য হচ্ছে। কিন্তু প্রার্থী হচ্ছে ছ'জন। স্বাভাবিকভাবেই এবার পঞ্চম আসনটির জন্য ভোট হতে চলেছে। একসময় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মনে করা হয়েছিল তৃণমূল পঞ্চম আসনের জন্য কোনও প্রার্থী দেবে না। এরই মধ্যে শোনা যায়, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল এবং কংগ্রেসের মধ্যে আসন সমঝোতা হতে পারে। কিন্তু তৃণমূল সুপ্রিমো নির্বাচনের আগে এরকম কোনও সমঝোতায় যেতে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নন। তাই প্রথম তিনজন প্রার্থী মিঠুন চক্রবর্তী, যোগেন চৌধুরী ও কে.ডি.সিং ছাড়াও আহমেদ হাসান ওরফে ইমরানকেও যদি জিতিয়ে নিয়ে আনা যায়, তাহলে লোকসভায় সরকার গঠনের ক্ষেত্রে সুবিধা হতে পারে। আহমেদ হাসান ওরফে ইমরানকে জিতিয়ে নিয়ে আসার জন্য গোটাচারেক ভোট কম পড়ছে তৃণমূল কংগ্রেসের। তাদের সর্বভারতীয় সম্পাদক মুকুল রায় বলেছেন, কংগ্রেসের অনেক বিধায়ক আর যাই হোক, সিপিএমকে ভোট দেবেন না। তাঁর এই ইঙ্গিতে স্পষ্ট, তৃণমূল প্রার্থীর পক্ষে কংগ্রেস বিধায়কদের একাংশের ভোট আসতে পারে। সেজন্য নির্দল প্রার্থী মালিয়াবাদি হেরে গেলেও অবাক হওয়ার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে না।

মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর্বে সোমবার মুখ্য আকর্ষণ ছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী। মনোনয়ন দেওয়ার পরে তিনি জানিয়েছেন, মানুষের জন্য রাজ্যসভায় সরব হওয়ার ইচ্ছে নিয়েই তিনি এই নতুন ভূমিকায় এসেছেন। তিনি আরও বলেন, প্রথম শট দেওয়ার মতোই আজও এখানে এসে পা কাঁপছে।

বুঝতে পারছি, কাজটা খুব সহজ হবে না। যিনি আমায় মনোনীত করেছেন, জানি না তাঁর ভরসা কতটা রাখতে পারব। একসময় মিঠুন চক্রবর্তী সিপিআই(এম)-এর প্রয়াত নেতা সুভাষ চক্রবর্তীর খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এ-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, সুভাষদা'র সঙ্গে রাজনৈতিক নয়, ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। জ্যোতি আঙ্কেলকেও (বসু) সম্মান করি। ওঁদের সঙ্গে সম্পর্ক পুরোপুরি ব্যক্তিগত স্তরেই রয়েছে। অন্যতম প্রার্থী চিত্রকর যোগেন চৌধুরী বলেছেন, শিল্পী, সাহিত্যিকদের রাজ্যসভায় প্রতিনিধিত্ব দরকার।

শিশুরা মাতৃক্রোড়ে সোমেন কংগ্রেসে

অভিষেক ঘোষ

রাজনীতিতে বোধহয় সবই হয়। বোধহয় কেন সবই হয়। পশ্চিমবঙ্গ নামক বস্তুটির পরিচালনভার বর্তমানে যে দলটির ওপর সেই দলের জন্ম এই সোমেন মিত্রের জন্যই কিন্তু হাত ধরে নয়। অর্থাৎ মূলত সোমেন বিরোধিতার জন্যই এই তৃণমূল কংগ্রেস নামক দলটি তৈরি হয়েছিল। তৈরি করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যিনি আজ 'রাজ্য বিমানে'র ককপিটে, পাইলটের আসনে।

ভাগ্যের কি খেলা — সেই কংগ্রেসকে রেখেই সোমেন চলে গেলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। অর্থাৎ স্ববিরোধিতা করে বিধানভবন ছেড়ে সোজা তৃণমূল ভবন থুড়ি, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট। লক্ষ্য আধুনিক অতুল্য ঘোষ হওয়া। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেই সুযোগে - সুযোগ দিয়ে - সুযোগ দেওয়ার - সুযোগটা কাজে লাগিয়ে নিলেন। বার্তা গেল মমতার পক্ষেই।

কিন্তু না - অতুল্য ঘোষ একজনই ছিলেন একজনই রইলেন। অন্ততঃ আপাতত। ব্যক্তি সোমেন মিত্রের আর কাজের সোমেন মিত্র থেকে এফিডেবিট করে 'গুরুত্ব ও কাজের' আধুনিক অতুল্য ঘোষ হওয়া হল না। তাঁকে এ বিষয়ে সঙ্গত করার ব্যাপারে তৃণমূল কংগ্রেস দলের দু নম্বর-তিন নম্বর চার-পাঁচ নম্বর ব্যক্তিদের অবদান ও অনস্বীকার্য। ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়া — তারপর স্ত্রী শিখা মিত্রের সঙ্গে দলের (পড়ুন তৃণমূল কংগ্রেস) সংঘাত - মামলা-মোকদ্দমা- নিজের আশাপূরণ না হওয়া হয়ত কিছুটা পিছুটান এসবের দোলাচলে দোদুল্যমান দাদার দাঁও তরতর করে বাইতে বাইতে ফিরে এলেন ঘরে - একেবারে নিজের ঘরে।

ঘোরাটা ছিল সময়ের নয় সনিয়ার অপেক্ষা। মানে সভানেত্রী সনিয়া গান্ধীর সবুজ সংকেতের। এক্ষেত্রে তাঁকে সহায়তা করতে ভাগ্য নিজে হাজির ছিল আমহার্স্ট স্ট্রিটে। দেরি না করে ঘোষণা করলেন পরবর্তী পদক্ষেপ। অর্থাৎ তালমিলিয়ে তৃণমূল সাংসদ পদে ইস্তফা এবং কংগ্রেসে যোগদান।

১৯৯৮ সাল থেকে নতুন করে রাজনীতিতে দলবদলের খেলা দেখতে দেখতে অভ্যস্থ হয়ে গেছেন সাধারণ মানুষ। অনেকটা কলকাতা ময়দানের ফুটবলারদের মতো। কিন্তু রাজ্য রাজনীতিতে যাওয়া-আসা-আবার ফিরে যাওয়া কি হয়নি? শহর থেকে শহরতলী, গ্রাম থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম জুড়ে কংগ্রেস সৈনিকরা যেভাবে ফ্ল্যাগ-ফেস্টুন-কাট আউটে মুড়ে প্রচারে আগমনের আগাম অভিনন্দন ও ভালবাসা ঝরিয়ে দিল তা, নিঃসন্দেহে সোমেন মিত্রের রাজনৈতিক জীবনে এক পরমপ্রাপ্তি।

ভালবাসা নামক তুলে রাখা মুকুটটা তো কর্মীরা ধুয়ে মুছে আগেই পরিয়ে দিয়েছে। আর সেই মুকুটে কোহিনূরের থেকে দামি হিরেটা বসিয়ে দিলেন সনিয়া। হ্যাঁ ঠিক। দূত হিসেবে ধারে ভারে মানানসই, অম্বিকা সোনী, সিপি যোশী ও শাকিল আহমেদদের মতো নেতানেত্রীদের পাঠিয়ে।

খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন থুড়ি সোমেনের প্রত্যাবর্তন রাজ্যে জাতীয় কংগ্রেসকে যে ভেন্টিলেশন থেকে বের করে আনবে সেটা অনিবার্য। কতজন সাংসদ, বিধায়ক বা নেতানেত্রী তাঁর দলবদলের সঙ্গী হলেন সেটা বড় কথা নয়। তবে দলে দলে একেবারে তৃণমূল স্তরের সমর্থক ও কর্মীরা আবার তাদের প্রিয় ছোড়দার পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন — রাজনৈতিক মহল তেমন বার্তাই দিচ্ছে। এই বার্তা নিঃসন্দেহে শাসকদলের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে দিয়েছে। তৃণমূলের কর্মী সমর্থকদের বেশ কিছুটা স্তর একূল থেকে ধসে তলিয়ে ওপারে অর্থাৎ কংগ্রেসের ওকূল গড়বে। ধস তো তলা থেকেই শুরু হয়। এখন প্রশ্ন সেই শেষের শুরুটা সোমেনের ফিরে আসা কি?

তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থা এখন শাঁখের করাতের মতো। শাঁখের করাত আর উভয় সঙ্কট বলুন যাইহোক এই মুহূর্তে রাজনৈতিক মহলের বৈঠকখানায় সবথেকে চর্চার বিষয় তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে পুনরায় জোট হবে কিনা এবং সোমেনের ভূমিকা কি হবে?

সবশেষে রাজনৈতিক দলবদলের গানের স্থায়ী টোনে কংগ্রেসী কর্মীদের ভাষায় বেমানান ছোড়দা আবার মানান সই। এখন দেখার সুর যেমন কথাকে এগিয়ে নিয়ে যায় সোমেন মিত্র তেমন কংগ্রেসকে কতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন?

সরকারের কাছে কাঁটার মতো বিঁধে রয়েছে অটোরাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি: অটোশাসন করতে পুলিশি অভিযান দেখে তাজ্জব হয়ে গিয়েছেন অনেকেই। অভিযানের প্রথম দিনেই বাজেয়াপ্ত করা হয় বেআইনি ৪৪টি অটো। একসময় প্রতিটি অটোতে উড়ত লাল পতাকা। তখন থেকেই বৈধ পারমিট না থাকা, বেপরোয়াভাবে চালানো, যাত্রীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ শোনা যেত। তবে স্বীকার করতেই হবে, তখনকার দিনে আজকের মতো এতটা বেপরোয়া, উশৃঙ্খল হয়ে ওঠেনি অটোচালকেরা। গত আড়াইবছরে কোনও এক বা একাধিক মন্ত্র বলে তারা কেন এতটা সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে শুরু করল, তা ভেবে কূলকিনারা করা যাচ্ছে না। পরিবহন জগতের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ রয়েছে বর্তমানের পরিবহণমন্ত্রী মদন মিত্র'র। অথচ তিনি নিজেও এত কাণ্ড ঘটে গেলেও অটোচালকদের দুর্বৃত্তায়ন রোখার ক্ষেত্রে কিছুটা গড়িমসি করছেন। অটোচালকেরা একের পর এক ঘটনায় কারও মাথা ফাটিয়ে দিচ্ছেন, কারও গলা টিপে ধরছেন, আবার কোনও পথশিশুকে ধাক্কা মেরে দেওয়ায় দেহের নানা জায়গায় আঘাত এমন এক জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে, তাতে জীবনহানি বা সারাজীবনের মতো অঙ্গহানি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। এখন সব অটোতেই ওড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা। রাতারাতি এরা দল বদল করলেও, কারও কারও তৃণমূল বিরোধী মানসিকতা কাজ করছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তাদের মতে, তারই প্রতিফলন পড়ছে এইসব ঘটনার মাধ্যমে।

পরিবহণমন্ত্রী মদন মিত্র বলেছেন, অটোচালকদের বিরুদ্ধে যে কোনও ধরনের অভিযোগ জানাতে লালবাজারে আলাদা একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। ১০৭৩ নম্বরে ফোন করে যাত্রীরা সেখানে অভিযোগ জানাতে পারেন। সমস্যা হচ্ছে, সর্ষের মধ্যেই যদি ভূত থাকে তাহলে তার হাত থেকে কীভাবে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব, সেটাই এখন শাসকদলের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ■ *নারদ গায়েন*

আদালত চত্বরে যৌন ব্যবসা

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার, বারুইপুর: বারুইপুর আদালত সংলগ্ন এলাকাতেই রয়েছে থানা। অথচ স্থানীয় মানুষদের অভিযোগ, বেলা তিনটে থেকেই যৌনকর্মীর দালালরা এই চত্বরে খদ্দের শিকার করতে শুরু করে। এখানে মামলা নিয়ে আসা হাজার হাজার মানুষের মধ্যে থেকেই দালালরা খদ্দেরদের বেছে নিয়ে তাদের গাড়িতে যৌনকর্মীদের তুলে দেয়। কিছু যৌনকর্মী এর ফাঁকেই ঘোরাফেরা করে খদ্দেরের আশায়। আদালতে নিয়মিত আসা মানুষদের একাংশ ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, স্থানীয় প্রশাসন এর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

বারুইপুরে ৬৫তম প্রজাতন্ত্র দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারুইপুর: কদম কদম বাড়ায়ে যা, খুশিসে গীত গায়ে যা। এই গানের সঙ্গে তাল দিয়ে কুটকাওয়াজের সঙ্গে গত ২৬ জানুয়ারি বারুইপুর রাস মাঠে ৬৫তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হল স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে। সকাল ৯টায় পতাকা উত্তোলন করেন মহকুমা শাসক পার্থ আচার্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহকুমার এসডিও দীপক সরকার, পৌরপ্রধান শক্তি চট্টোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের পূর্ত দফতরের কর্মাধ্যক্ষ আবু তাহের, বারুইপুরের বিধায়ক নির্মল মণ্ডল, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পারমিতা রায়, তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অরুণাভ মিত্র প্রমুখ। জেলা শাসক শ্রী আচার্য বারুইপুর উন্নয়নের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে সকল ধর্মের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

এদিন কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করে এনসিসি, বারুইপুর-সোনারপুর থানার মহিলা পুলিশ এবং স্থানীয় দমকল বাহিনী। শোভাযাত্রা সজ্জিত ছিল আকর্ষণীয় ট্যাবলো দিয়ে। এছাড়া স্থানীয় বিদ্যালয়গুলির ছাত্র-ছাত্রীরা নাচ ও গানের মাতিয়ে তোলেন। মহকুমা শাসক স্থানীয় হাসপাতাল ও সাউথ গড়িয়া হোমে ফল বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানের শেষে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে এসডিপিও একাদশ, এসডিও একাদশকে পরাজিত করে।

গৌড় পাণ্ডুয়ার নস্টালজিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: আজকের মালদহ শহরের পাশে মৌন ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গৌড় ও পাণ্ডুয়া ছিল অতীতের বিশাল বঙ্গভূমি সাম্রাজ্যের রাজধানী। এই গৌড়ের নামেই সেই রাজা শশাঙ্ক থেকে পালযুগ,সেনযুগ, সুলতানি আমল পর্যন্ত বাংলা পরিচিত ছিল গৌড়বঙ্গ নামে। আজকের গৌড় পাণ্ডুয়ায় ঘুরলে ফিরে যাবেন সেই বাংলার নস্টালজিক সুবর্ণময় দিনগুলিতে।

অতীতের পাণ্ডুনগর সম্ভবত মহাভারতের পাণ্ডু রাজার রাজত্বের অধীন ছিল। সুলতান আলউদ্দিনের কীর্তির নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে ২২ ফুট দীর্ঘ, ৭ ফুট ৯ ইঞ্চি প্রশস্ত সালামী দরওয়াজায়। বড়ি দরগাতে রয়েছে পির তবরিজির নকল সমাধি। স্তম্ভ ও খিলান দবারা বিভক্ত কুতুব শাহি মসজিদ বা ছোটো সোনা মসজিদ, পির নুরকুতুব উল আলমের সম্মানার্থে তৈরি। স্থাপত্য মন টানে। হিন্দু রাজা গণেশের পুত্র যদুনারায়ণ, মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেন এই পির সাহেবের কাছে।

সামান্য দূরেই বিখ্যাত একলাখি মসজিদ। টেরাকোটার কারুকার্য সমৃদ্ধ। হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলিম স্থাপত্যের এমন মিলন, মনকে নিয়ে যায় জাত-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের উন্মুক্ত, উদার হৃদয়ের সন্ধানে রাজা যদু নারায়ণ একলাখ টাকা ব্যয়ে গড়ে তোলেন মসজিদ।

বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু, মুসলিম স্থাপত্যের মিশেল আদিনার অঙ্গ সৌষ্ঠব। নীল আকাশ আর সবুজ ঘাসের মাঝখানে আদিনার নিস্তব্ধ গভীরতা,রহস্যের হাতছানি দিয়ে ডাকে।

গৌড় দাঁড়িয়ে আছে ঘন, ছায়াঘেরা আমের বনের সারির মাঝে। শ্রী চৈতন্যদেবের পদচিহ্ন রক্ষিত রামকেলি মন্দির, পিয়াস বাড়ির দিঘি, দাখিল দরওয়াজা, আর বড়োসোনা মসজিদের সৌন্দর্য মনকে নিয়ে যায় কয়েক শতাব্দী আগে। গৌড়ের স্মৃতিসৌধগুলির মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম বারোদুয়ারী। সুন্দর কারুকাজের মসজিদটি ইটে শুরু হয়ে সম্পূর্ণতা পেয়েছে পাথরে। গম্বুজের সোনালি চিকন কাজের জন্যে বিখ্যাত বড়োসোনা মসজিদ।

রাজকীয় বৈভব আর প্রাচুর্য স্মরণ করিয়ে দেয় সমৃদ্ধশালী অথচ বিস্মৃতির অতলে প্রায় তলিয়ে যাওয়া অতীত।

এরপর বারো পাতায়

দাখিল দরওয়াজা

ফিরোজ মিনার

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি: আজ থেকে অর্ধশতক আগে সেই উত্তাল ষাটের দশকে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ এক কর্মযোগী মানুষ, জনসেবা ও কর্মসংস্থানের আদর্শে ব্রতী হয়ে ১৯৬৪-র ২৩ জানুয়ারি নেতাজির সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিনের পুণ্যলগ্নে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি। এর দুবছর পরেই সমিতির তত্ত্বাবধানে যাত্রা শুরু হয় 'আলিপুর বার্তা' সংবাদপত্রের। প্রয়াত তরুণভূষণ গুহ কর্তৃক চেতলায় প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠন দেড় দশক পরে নিজের স্থায়ী ঠিকানা গড়ে তোলে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ডায়মন্ড হারবার রোডের পার্শ্বস্থ সামালি গ্রামের মনসাতলা এলাকায়। কৃষি, মৎস্য উৎপাদন, অনাথ শিশুদের পালন, স্বনির্ভর হওয়া, সারমেয়দের সমাধিদান এবং বৃদ্ধদের শেষ জীবনের অবলম্বন হয়ে ওঠে সামালির এই সমিতি। পাশাপাশি সমিতির 'মাঙ্গলিকী' শাখা ব্রতী হয় সুস্থ সংস্কৃতি ও চেতনার বিকাশে।

এবছর নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে সামালি মনসা তলায় সমিতি প্রাঙ্গণে ১৯-২৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হল সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও গ্রামোন্নয়ন মেলা। ১৯ তারিখ অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ তরুণ রায়। বেলা ২টো থেকে শুরু হয় ৪-১৬ বছর বয়সী শিশু কিশোরদের চারটি গ্রুপে ভাগ করে অঙ্কন প্রতিযোগিতা। পাশাপাশি ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক মঞ্চ সর্প সচেতনতা বিষয়ক প্রদর্শনী দেখায়।

এরপর তেরোর পাতায়

ধর্ম

সাঁইথিয়ায় মা নন্দিকেশ্বরী

পূণ্যভূমি বীরভূম। সমন্বয়ের মহাক্ষেত্র। জেলায় রয়েছে পাঁচটি সতীপীঠ। তার অন্যতম হল সাঁইথিয়ার মা নন্দিকেশ্বরী। বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে সাঁইথিয়া দীর্ঘদিন ধরে সুপরিচিত। এখানকার আগেকার নাম ছিল নন্দিপুর। এখনও এই মহকুমা শহরের একাংশ নন্দিপুর হিসেবে পরিচিত।

একদা এই জায়গাটি ছিল জঙ্গলে ভর্তি। পরিচিত ছিল 'নিশানদারীর বন' নামে। মহাশ্মশান। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ময়ূরাক্ষী নদী। জনশ্রুতি, 'সাইত' শব্দ থেকে প্রথমে এখানকার নাম হয় 'সাইতা'। পরে তাই লোকমুখে সাঁইথিয়ায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। কেউ কেউ মনে করেন, কোনও সাঁই-এর সুবাদে ওই জায়গার নাম সাঁইথিয়া হতে পারে। এই বিষয়ে আর একটি কাহিনীও শোনা যায়।

একদা নবাব ইখতিয়ারউদ্দীনের দুই অনুচর জোনেদ আলি ও আসাদ আসিমল্লবীরের ছদ্মবেশে বীররাজার অধীনে চাকরি নেয়। তারা প্রায়শই মল্লযুদ্ধে মেতে থাকতেন রাজার সঙ্গে। বলাবাহুল্য, তারা সেই সময় রাজাকে হত্যা করার চেষ্টা করত।

জেলায় রয়েছে পাঁচটি সতীপীঠ। তার অন্যতম হল সাঁইথিয়া মা নন্দিকেশ্বরী।

হঠাৎই একদিন তাঁরা গুরুতরভাবে আক্রমণ করে বীররাজাকে। বেঁধে যায় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। একসময় বীররাজা কুয়োতে পড়ে মারা যান। একইসঙ্গে একই জায়গায় পড়ে গিয়ে মারা যায় আসাদও। তারপর ওই জায়গাটি চলে যায় মুসলিম রাজার দখলে। ইখতিয়ারউদ্দীন, বীরভূমের শাসনভার তুলে দেন জোনেদ আলি'র হাতে।

বর্তমানে মা নন্দিকেশ্বরী মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ইন্দুভূষণ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, এখানে মূলত বসবাস করত সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষজন।

তন্ত্র অনুসারে জানা যায়, নন্দিপুরে সতীর গলার হাড় পড়েছিল। অপর এক মতে, নন্দিপুরে সতীর কণ্ঠহার পড়েছে। 'একান্ন পীঠের সন্ধানে' গ্রন্থে নিগূঢ়ানন্দ, মা নন্দিকেশ্বরীকে ঊনপঞ্চাশতম পীঠ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কোথাও কোথাও এই পীঠকে পঞ্চাশতম

সাঁইথিয়ায় মা নন্দিকেশ্বরী

পীঠ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বিশাল বটগাছের তলায় তাঁর অবস্থান। শোনা যায়, প্রতিদিন ময়ূরাক্ষী নদী পেরিয়ে 'উমা' নামে জনৈকা বাল্যবিধবা নন্দিকেশ্বরী মায়ের পূজো করতে আসতেন। সেই উমার নামানুসারেই নদীর অন্যপারের একটি গ্রাম 'ওমো' বা 'অমুয়া' নামে পরিচিতি পায়।

সাঁইথিয়ার জমিদার পঞ্চানন ঘোষের পূর্বপুরুষ দেওয়ান দাতারাম ঘোষ বসবাস করতেন দক্ষিণেশ্বরে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তিনি ঘটনাচক্রে বীরভূমে আসেন। তখন নীলকুঠি সাহেবের রমরমা ব্যবসা চলছে। এই সময় একদিন নীলকর সাহেবের জাহাজ দক্ষিণেশ্বরের চড়ায় আটকে যাওয়ায় তিনি বিপাকে পড়েন। সামনের মাঠে কয়েকটি ছোট ছেলে তখন খেলছিল। সাহেব তাদের ডেকে, জাহাজ ঠেলে দেবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু লালমুখো সাহেবকে দেখে অন্যান্য ছেলেরা পালিয়ে যায়। সেখানে তখন উপস্থিত ছিল কিশোর দাতারাম। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। সে সাহেবের ডাকে সাড়া দিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। সাহেব তাকে বলেন, জাহাজ ঠেলে দিয়ে সাহায্য করলে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। দাতারাম পরিপূর্ণভাবে সেই কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। ওই নীলকর সাহেব গুনুটিয়া-রাজনগর কুঠির কুঠিয়াল হিসেবে কাজ করতেন। তিনি চাকরির সুযোগ দিয়ে দাতারামকে নিয়ে আসেন বীরভূমে। তাঁকে নিয়োগ করেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে। তাঁর দায়িত্ব ছিল এক কুঠি থেকে আরেক কুঠিবাড়িতে টাকা পৌঁছে দেওয়া। তাঁকে গুনুটিয়া থেকে রাজনগর, রাজনগর থেকে গুনুটিয়া যেতে হত। এই দীর্ঘপথ তাকে হেঁটে যাতায়াত করতে হত। একসময় ভাল কাজের জন্য তিনি সাহেবদের সুনজরে আসেন।

তাঁর যাতায়াতের পথে সাঁইথিয়া পড়ত। জনশ্রুতি আছে, মথুরাপুরে তখন শিবচন্দ্র বিশ্বাস নামে জনৈক প্রখ্যাত জ্যোতিষী ছিলেন। যাতায়াত করার সময় শিবচন্দ্রর সঙ্গে দাতারামের ঘনিষ্ঠতা হয়। একদিন শিবচন্দ্র, দাতারামের ভাগ্য গণনা করে বলেছিলেন, তুমি ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হবে। এহেন ভবিষ্যৎবাণীর প্রতি দাতারাম অবশ্য তেমন কোনও ভরসা রাখতে পারেননি।

মথুরাপুরের মতো যাতায়াতের পথে দাতারাম মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতেন সাঁইথিয়াতেও। নন্দিকেশ্বরী মায়ের মন্দির তখনও পীঠস্থান হিসেবে পরিচিতি পায়নি। গভীর বনজঙ্গলে ভরা এক বটগাছের নিচে ছিল মায়ের অবস্থান। একদিন সেখানেই গাছের ছায়ায় বিশ্রামের জন্য কয়েক মুহূর্ত বসলেন দাতারাম। চোখ বুজে আসে ক্লান্তিতে।

এমনসময় স্বপ্নে দেখলেন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন অপরূপ সুন্দরী এক কিশোরী। পরনে চওড়া লালপাড় শাড়ি। কপালে ও সিঁথিতে জ্বলজ্বলে সিঁদুর। কিশোরী দাতারামকে বললেন, আমি মা নন্দিকেশ্বরী। তোর কাছে যে টাকা আছে তা নিয়ে একনই কাটোয়ায় চলে যা, সেখানে সাঁইথিয়া (সাইতা), কাগাস বেলেসহ আর একটি মহাল নীলাম হবে। আমি আদেশ করছি, তুই ওই মহালভূমি নীলাম ডাকবি। ওই জায়গার ভূস্বামী তুই হবি।

আমি অনেকদিন এই বনের মধ্যে রয়েছি। ভূস্বামী হয়ে আমার নিত্য সেবার ব্যবস্থা করবি। পুজো ছাড়াও আমার প্রচারের দায়িত্বও তুই নিবি। আমি আশীর্বাদ করছি, তুই জয়যুক্ত হবি।

একসময় তন্দ্রা ভেঙে যায় দাতারামের। তখন চোখ মেলে কাউকে দেখতে পেলেন না। কিন্তু তিনি নিশ্চিত স্বয়ং মা তাকে স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন। বার বার কানে ভেসে আসছিল মায়ের কথাগুলি।

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

এরপর আগামী সংখ্যায়

অর্থনীতি

কমল শিল্পবৃদ্ধি ও রফতানির হার, আশার আলো মূল্য বৃদ্ধির হারে

অনিমেষ সাহা

অনেকগুলি তথ্য একসঙ্গে পাওয়া গেল। এই তথ্যগুলি জাতীয় অর্থনীতিকে কিছুটা আলো আধারের মধ্যে রেখে দিল। প্রথমত নভেম্বরের শিল্পবৃদ্ধির হার সংকুচিত হয়ে ২.১ শতাংশে নেমে আসায় রফতানি বৃদ্ধির গতি ৩.৫ শতাংশে পৌঁছে শ্লথ হয়ে আসায় সবাই চিন্তায় পড়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় যে তথ্যটা প্রকাশ পেল তা যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক। ডিসেম্বরের খুচরো এবং পাইকারি মূল্যবৃদ্ধির হার কমে আসায় অনেকটাই আশার আলো দেখল জাতীয় নেতৃত্ব। খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার ৯.৮৭ শতাংশে নেমে আসায় এবং পাইকারি মূল্যের হার ৬.১৬ শতাংশে পৌঁছে যাওয়া সত্যিই এক ইতিবাচক সংকেত। যা গতবারে ছিল ১১.২৫ এবং ৭.৫২ শতাংশ। এই সমস্ত কিছু কাটাছেঁড়ার মধ্য দিয়ে ভারতীয় শেয়ার বাজারও হঠাৎ করে গতি পেয়ে গেল।

অবশ্য শেয়ার বাজার তার মতো করে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। কিন্তু সার্বিক দৃষ্টিতে দেখলে অর্থনীতির হাওয়াবদল কতটা সম্ভব সে নিয়ে অবশ্য অনেক প্রশ্নচিহ্ন আসতে শুরু করেছে। মূল্যবৃদ্ধি যে কমতে পারে তার একটা ইঙ্গিতপাচ্ছিল সাধারণ মানুষ। বাজার করতে গিয়ে হঠাৎ করে ৭০ টাকার পেঁয়াজ ২০ টাকায় এবং ১৮ টাকার আলু ১৪ টাকায় পাওয়া যেতেই কিছুটা হলেও সার্বিক তথ্যে আশার সংকেত পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছিল। তবে তার সঙ্গে আর একটি প্রশ্ন আসবে ২৮ জানুয়ারি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তার ঋণনীতিতে ইতিবাচক সংকেত জানাবে কিনা সেটা রঘুরামই বলতে পারে। তবে এই প্রশ্নের উত্তর আগেভাগে অনেকেই দিয়ে রেখেছেন। সুদের হার হয়ত এবার কমেই আসতে পারে। যেভাবে সুদের হারকে সমতায় রেখে রঘুরাম তার ঋণনীতিতে এক আশার সংকেত দিয়েছিল সেটা হয়ত এবার আরও বেশি চমকপ্রদ হয়েছিল। ক্রমাগত সুদের হার বৃদ্ধির হার শিল্পক্ষেত্রে যে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল তা হয়ত এবার ঘুরে দাঁড়াতে পারে।

কিন্তু সামান্য হলেও আশার আলো দেখা গিয়েছে আমদানি রফতানি ঘাটতির পরিমাণ কিছুটা হলেও কমে আসা। যদিও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের রফতানি কমে যাওয়ায় দেশের মোট রফতানি বৃদ্ধির হার কিছুটা হলেও ধাক্কা খেয়েছে। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য সচিব এস.আর. রাও বলেছেন দেশের অন্যতম বড় পেট্রোলিয়াম পণ্য রফতানিকারী সংস্থা রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিস তাদের কারখানা সারাইয়ের জন্য রফতানি কমিয়ে দিয়েছে। ডিসেম্বরে দেশের পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের রফতানি তার আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬ শতাংশ কমেছে। ডিসেম্বরে ভারত থেকে রফতানির পরিমাণ ২৬৩০ কোটি ডলার। রফতানির পাশাপাশি আমদানির পরিমাণও ১৫.২৫ শতাংশ কমেছে। তাই বাণিজ্য ঘাটতি এই ডিসেম্বরে এসে দাঁড়িয়েছে ৬২.৭৭ বিলিয়ন ডলারে। যা গত বছরে ছিল ৯৬.১৪ বিলিয়ন ডলার। এই ঘাটতি কমে যাওয়ার মূল কারণ হল সোনা ও রূপোর আমদানি কমে যাওয়া। জানা গিয়েছে সরকারি যে সমস্ত অবরোধ এই সোনা-রূপোর ওপর করা হয়েছিল তাতে এই আমদানির পরিমাণ ৬৮.৩ শতাংশ কমে গিয়েছে।

সরকার প্রচণ্ড পরিমাণে চাপে ছিল এই বাণিজ্য ঘাটতি নিয়ে। কারণ, চলতি খাতে ঘাটতি যেভাবে বেড়ে যাচ্ছিল তা জাতীয় অর্থনীতিকে দিশাহীন করে দিয়েছিল। তাই বর্তমান পরিস্থিতি কিছুটা হলেও ভাল। তবে শিল্পবৃদ্ধির হার কিন্তু বড় একটা ধাক্কার জায়গায় এসে পৌঁছিয়েছে। দেখা গিয়েছে ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার কমে ৩.৫ শতাংশে এসে পৌঁছিয়েছে। সিআইআই-এর ডিরেক্টর জেনারেল চন্দ্রজিৎ ব্যানার্জি জানিয়েছেন, নভেম্বরে শিল্পবৃদ্ধির হার ভয়ানক খারাপ। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে নতুনভাবে তেমন কোনও বিনিয়োগের ক্ষেত্র তৈরি হয়নি। তাই সমস্যা বাড়বে।

তবে আমেরিকান অর্থনীতিতে ঘুরে দাঁড়ানোর সংকেত পাওয়া গিয়েছে। ইউরোপও যে ধীরে ধীরে স্থিতিশীল হচ্ছে তাতে হয়ত আগামী দিনে আশার আলো দেখা যেতে পারে। এবার বর্ষাও বেশ ভাল হয়েছে।

তাই মূল্যবৃদ্ধির হার যদি আগামী দিনে কমে আসে তবে অবশ্যই জাতীয় অর্থনীতির পালে হাওয়া লাগতে পারে। তবে কোন পথে শিল্পবৃদ্ধির হার ঘুরবে তা নিয়ে অবশ্য জাতীয় অর্থনীতির নিয়ন্ত্রকরা চিন্তা করবেন। কিন্তু সামনে ভোট তাই সেভাবে কোনও দৃঢ়নীতি প্রধানমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রী নিতে পারবেন কিনা সেটাই দেখার বিষয়।

এবার পর্দায় প্রফেসার শঙ্কু, ওদিকে লক্ষ্মৌতে নতুন ফেলুদা

শেষপর্যন্ত প্রফেসার শঙ্কুকে পর্দায় আনার ঝুঁকিটা নিয়েই ফেললেন সন্দীপ রায়। এই চরিত্রে অভিনয়ে শিকে ছিঁড়ল সত্যজিতেরই অন্যতম প্রিয় অভিনেতা ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়ের কপালে। তবে ছবিটি সম্ভবত বাংলায় হচ্ছে না। ছবিটি হবে ইংরাজিতে এবং আন্তর্জাতিক দর্শকের জন্য। কোন গল্প নিয়ে ছবি করবেন তা এখনও অবধি চূড়ান্ত করা না হলেও সন্দীপ রায় ইঙ্গিত দিয়েছেন 'এক শৃঙ্গ অভিযান' নিয়েই ছবি করার সম্ভাবনা বেশি। তবে যে সব পাঠকেরা এই গল্প পড়েছেন তারা সকলেই জানেন এই গল্পটি ছবি করতে গেলে কিরকম দুরূহ

আবীর ও সব্যসাচী

লোকেশনে গিয়ে শ্যুট করতে হবে, কতটা উন্নত মানের স্পেশাল এফেক্টস ব্যবহার করতে হবে এবং কি বিশাল পরিমাণ বাজেট দরকার হবে। তার জন্য অন্য কয়েকটি গল্পের কথাও ভাবা হচ্ছে। তবে যে গল্পই হোক না কেন ছবির পটভূমিকা বিদেশেই থাকবে। ছবিটি বাংলায় ডাবিং করে ইংরাজির পাশাপাশি বিভিন্ন হলে দেখানো হবে। ফেলুদার যেমন ইদানীংকালে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে তেমনি প্রফেসার শঙ্কুরও যুগপযোগী কিছু পরিবর্তন করা হবে তা নিশ্চিত।

অপরদিকে বাদশাহি আংটি গল্পটি নিয়ে ফেলুদা নতুন ছবির কাজ শীঘ্রই শুরু হচ্ছে। এই গল্পের জটায়ু নেই। এবার ফেলুদার ভূমিকায় আসছেন আবীর চট্টোপাধ্যায়। এখানে ফেলুদার বয়স অনেক কম। ফেলুদার প্রথমেদিকের অভিযানের মধ্যে একটি হল এই বাদশাহী আংটি। তাই ফেলুদার পাশাপাশি তপসেকেও কমবয়সী দেখাতে হবে। সে জন্য সাহেব ভট্টাচার্যের বদলে নতুন তপসের সন্ধান চলছে। ছবির শ্যুটিং লক্ষ্মৌ-এর পটভূমিকায় শুরু হচ্ছে শীঘ্রই।

তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া, তিনিই রীণা ব্রাউন

তৃতীয় পর্ব

বাঙালির হৃদয় খালি করে চলে গেলেন যুগনায়িকা। এই কিংবদন্তীর অনেক অজানা কাহিনী নিয়ে *হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়ের* ধারাবাহিক প্রতিবেদন

অভিনয়ের সময় সুচিত্রা সেনের মনটা এমন জায়গায় তুলে নিয়ে যেতেন যে, ভাবা যায় না। প্রসঙ্গত দেবকীবাবুর 'সাগর সঙ্গমে' ছবির একটি দৃশ্যের উল্লেখ করতে চাই। ছবিটি রাষ্ট্রপতির সেরা ছবির পুরস্কার পায়। কাহিনীকার প্রেমেন্দ্র মিত্র। একটি দৃশ্যে আছে, পতিত পল্লী থেকে উদ্ধার পাওয়া একটি মেয়ে নৌকোর ওপর বসে আছে আর এক বুড়িমা বসে আছেন নৌকার ভিতর। কিছুদূর যাবার পর নৌকাটা দুলতে লাগল। সেই অবস্থায় তথাকথিত পতিতা মেয়েটি ভয়ে বৃদ্ধাকে জড়িয়ে ধরে। তখন বৃদ্ধা বললেন, নৌকো দুলছে কেন? মাঝি উত্তর দিল, আমরা যে সাগরে এসে পড়েছি। ঠিক যেন পতিততারিণী গঙ্গা সাগরে এসে পড়ল। মেয়েটিকে মনে হতে লাগল পতিততারিণী গঙ্গা আর বৃদ্ধা ভদ্রমাহিলাকে মনে হলো, বিশাল সাগর। প্রেস শো'র দিন ছবি দেখার পর প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছিলেন, গল্পটা লেখার সময়ে আমি এভাবে ভাবিনি।

এই দেবকীকুমার বসু-র হাতে তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' ছবির মাধ্যমেই উত্তরণ হয়েছিল সুচিত্রা সেনের। দেবকীবাবু আর একটি ছবি তৈরি করেছিলেন—ভালোবাসা। কিন্তু তাড়াতাড়ি করে চিত্রনাট্য লেখার জন্য ছবির মধ্যে অনেক ত্রুটি দেখা গিয়েছিল অবশ্য 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'র আগে 'ঢুলি' ছবিতে সুচিত্রার অভিনয় অনেকের দৃষ্টি অকর্ষণ করে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে অভিনয় কার সময় রাইকমল ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ আসে মিসেস সেনের। কিন্তু একসঙ্গে দু'টো ভিন্ন চরিত্রের ছবিতে তিনি অভিনয় করতে চাননি। তাই রাইকমল-এ মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেন কাবেরী বসু। সে ছবিও আজ স্থান করে নিয়েছে বাংলা ছবির ইতিহাসের পাতায়।

সুচিত্রা সেনের খারাপ কোনও দিক চোখে পড়েছিল কিনা তা জানতে চাওয়া হয়েছিল পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। তাঁর স্পষ্ট উত্তর শুনেছি, অনেক জায়গায় অনেককে নাকি তিনি ট্রাবল দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে তা কোনওদিন ঘটেনি।

স্বামীর সঙ্গে কেমন সম্পর্ক ছিল সুচিত্রার? অরবিন্দবাবুর ভাষায়, সত্যি কথা বলতে কি, খুবই অহঙ্কারী ছিলেন ওঁর স্বামী। এছাড়া তিনি রূঢ় ব্যবহারও করতেন মানুষের সঙ্গে। একবারের একটা ঘটনার কথা বলছি। দার্জিলিং-এ ছবির শ্যুটিং হচ্ছে। শ্যুটিং কিছুক্ষণ আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমরা হোটেলের ছাদে বলে গল্প করছি। এমন সময় সুচিত্রার স্বামী নীচতলা থেকে (যেমনভাবে চাকরবাকরদেরও কেউ ডাকে কিনা সন্দেহ) চিৎকার করে বললেন, শুনুন, শুনুন। ওর বলার ধরন দেখে আমার তো ভীষণ রাগ হয়ে গেল। আমিও পাল্টা চিৎকার করে বললাম, আপনার যদি কিছু বলার থাকে তাহলে ওপরে এসে বলে যান। আমার কথার তোয়াক্কা না করে বললেন, আজ সন্ধেবেলা ও সিন শোনার জন্য বসবে না। আমরা কার্শিয়াং যাচ্ছি।

শেষকালে মিসেস সেন গম্ভীরভাবে আস্তে আস্তে বুঝিয়ে বলায় তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন। আর এক দিনের কথা। আমি মিসেস সেনকে 'সিন' বোঝাতে গেছি আর উনি ওঁর স্বামীর সঙ্গে কথাই বলে চলেছেন। কেন জানি না, সুচিত্রা ওর স্বামীকে খুব ভয়-ও পেতেন। একই জায়গায় সুচিত্রা'র মধ্যে দেখেছি অন্য এক রূপ, মাতৃত্বের। দার্জিলিং-এর এভারেস্ট হোটেলে সেবার তিনি মুনমুনকে নিয়ে গিয়েছিলেন। দার্জিলিং-এ মুনমুনকে একটা খেলনার গাড়ি কিনে দিলেন।

এরপর আগামী সংখ্যায়

সুচিত্রা সেন অভিনীত ছবির তালিকা

	ছবির নাম	পরিচালক	সহ-অভিনেতা
	১৯৫৩		
১.	সাত নম্বর কয়েদি	সুকুমার দাশগুপ্ত	সমর রায়
২.	সাড়ে চুয়াত্তর	নির্মল দে	উত্তমকুমার, তুলসী চক্রবর্তী, মলিনা দেবী
৩.	কাজরী	নীরেন লাহিড়ী	
৪.	ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	দেবকীকুমার বসু	বসন্ত চৌধুরী, অনুভা গুপ্তা
	১৯৫৪		
৫.	এটম্ বম্	তারু মুখোপাধ্যায়	মলিনা দেবী, রবীন মজুমদার, দীপ্তি রায়
৬.	ওরা থাকে ওধারে	সুকুমার দাশগুপ্ত	উত্তমকুমার, মলিনা দেবী
৭.	ঢুলি	পিনাকী মুখোপাধ্যায়	প্রশান্তকুমার, রবীন মজুমদার
৮.	মরণের পরে	সতীশ দাশগুপ্ত	উত্তমকুমার, ভারতী দেবী
৯.	সদানন্দের মেলা	সুকুমার দাশগুপ্ত	উত্তমকুমার, ছবি বিশ্বাস
১০.	অন্নপূর্ণার মন্দির	নরেশ মিত্র	উত্তমকুমার, নরেশ মিত্র
১১.	অগ্নিপরীক্ষা	অগ্রদূত	উত্তমকুমার, জহর গাঙ্গুলী
১২.	গৃহপ্রবেশ	অজয় কর	উত্তমকুমার, বিকাশ রায়
১৩.	বলয়গ্রাস	পিনাকী মুখোপাধ্যায়	দীপক মুখার্জি
	১৯৫৫		
১৪.	সাঁঝের প্রদীপ	সুধাংশু মুখোপাধ্যায়	উত্তমকুমার, মলিনা দেবী
১৫.	সাজঘর	অজয় কর	বিকাশ রায়
১৬.	শাপমোচন	সুধীর মুখোপাধ্যায়	উত্তমকুমার, পাহাড়ী সান্যাল
১৭.	মেজ বৌ	দেবনারায়ণ গুপ্ত	বিকাশ রায়
১৮.	ভালবাসা	দেবকীকুমার বসু	বিকাশ রায়
১৯.	সবার উপরে	অগ্রদূত	উত্তমকুমার, ছবি বিশ্বাস
	১৯৫৬		
২০.	সাগরিকা	অগ্রগামী	উত্তমকুমার, জহর গাঙ্গুলী
২১.	শুভরাত্রি	সুশীল মজুমদার	বসন্ত চৌধুরী
২২.	একটি রাত	চিত্ত বসু	উত্তমকুমার, মলিনা দেবী
২৩.	ত্রিযামা	অগ্রদূত	উত্তমকুমার, অনুভা গুপ্তা
২৪.	শিল্পী	অগ্রগামী	উত্তমকুমার, আসিতবরণ, পাহাড়ী সান্যাল
২৫.	আমার বৌ	খগেন রায়	বিকাশ রায়
	১৯৫৭		
২৬.	হারানো সুর	অজয় কর	উত্তমকুমার, পাহাড়ী সান্যাল
২৭.	চন্দ্রনাথ	কার্তিক চট্টোপাধ্যায়	উত্তমকুমার, চন্দ্রাবতী দেবী, কমল মিত্র
২৮.	পথে হল দেরী	অগ্রদূত	উত্তমকুমার, ছবি বিশ্বাস
২৯.	জীবন তৃষ্ণা	অসিত সেন	উত্তমকুমার, বিকাশ রায়
	১৯৫৮		
৩০.	রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত	হরিদাস ভট্টাচার্য	উত্তমকুমার,তুলসী চক্রবর্তী,অনিল চ্যাটার্জি
৩১.	ইন্দ্রাণী	নীরেন লাহিড়ী	উত্তমকুমার, ছবি বিশ্বাস
৩২.	সূর্যতোরণ	অগ্রদূত	উত্তমকুমার, কমল মিত্র, বিকাশ রায়, ছবি বিশ্বাস
	১৯৫৯		
৩৩.	চাওয়া পাওয়া	যাত্রিক	উত্তমকুমার, ছবি বিশ্বাস
৩৪.	দীপ জ্বেলে যাই	অসিত সেন	বসন্ত চৌধুরী, পাহাড়ী সান্যাল

এরপর আগামী সংখ্যায়

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

আলিপুর বার্তা ১ ফেব্রুয়ারি - ৭ ফেব্রুয়ারি,২০১৪

মেষ: উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে ভাটা পড়বে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে ক্ষতির কারকতা রয়েছে। নিম্নাঙ্গে পীড়া। শুক্রঘটিত একাধিক গোলযোগ, বাত বা বাতের যন্ত্রণায় অনেকে কষ্ট পাবেন।

বৃষ: মানসিক দৃঢ়তার অভাব লক্ষিত হবে। শত্রুরা ক্ষতি করার জন্য চেষ্টা চালাবে। প্রোমোটারদের ক্ষেত্রে শুভ যোগ রয়েছে। শিক্ষায় অগ্রগতি।

মিথুন: নতুন কাজের জন্য চেষ্টা করলে শুভ ফল পাওয়া যাবে। পেশাদারি কর্মে বা ব্যবসার ক্ষেত্রে শুভ যোগাযোগ রয়েছে। শিক্ষা সম্পর্কে একাধিক বাধার মধ্যেও শুভ ফল পাওয়া যাবে।

কর্কট: পূর্বে যতটা ভালোর আশা করা গিয়েছিল বর্তমান ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হবে না। ক্রোধ বর্জন করে চলা দরকার। প্রেসারের গোলমালে কষ্ট পাবেন।

সিংহ:দেশ ও দশের কাজে সুনাম অর্জন করতে পারবেন। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে। অন্যের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে গেলে সেই কাজ শুভ হবে না। গলদেশে পীড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।গৃহভূমি সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন।

কন্যা: সাফল্যের পথে এগিয়ে গিয়েও মনের মতো ফল করতে পারবেন না। অর্থ যেমন আসবে তা অপেক্ষা খরচ বৃদ্ধি পাবে। যে কারণে কিছু দেনা হওয়া সম্ভব। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লাভযোগ দেখা যায়।

তুলা: মনের ইচ্ছা থাকলেও শুভ কাজগুলি সুসম্পন্ন করতে পারবেন না। শরীর সম্বন্ধে সচেতন থাকা দরকার। দৃঢ় মনোভাব সত্ত্বেও পরিবেশ অনুকূল না হওয়ায় ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে না।

বৃশ্চিক: মনের স্থিরতা না থাকায় সংকল্পিত কার্যগুলিতে বাধা সৃষ্টি হবে। সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সামান্য কিছু বাধা এলেও শুভফল পাওয়া যাবে।

ধনু: মাঝে মাঝে মানসিক উদ্বেগ দেখা গেলেও পরিস্থিতিকে সামলে নিয়ে চলতে পারবেন। ব্যবসা বাণিজের ক্ষেত্রে আর্থিক শুভফল পাওয়া যাবে।

মকর: সামান্য ভুলত্রুটির জন্য অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হবে। মিথ্যা ঝামেলা বা গোলমাল যাতে না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। কর্মের অস্থায়ী যোগ মাঝে মঝে বিপন্ন করে ফেলবে। ভ্রমণকালীন সময়ে সতর্ক ও সাবধান থাকবেন।

কুম্ভ: মনের ইচ্ছা পূরণের পথে গ্রহ সাহায্য করবে। প্রতারকের হাত থেকে বাঁচার জন্য চেষ্টা করুন। কর্মযোগ শুভ নয়। নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের ব্যবসায় লাভবান হওয়া সম্ভব।

মীন: শরীর সম্বন্ধে সকল সময় সচেতনতা অবলম্বনীয়, নিম্নাঙ্গে পীড়া ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আর্থিক আদান-প্রদানের ফল মনের মতো হবে না।

বাস্তুশাস্ত্রে নির্দেশিত ত্রুটি, তাদের প্রভাব এবং সমাধানসূত্র

প্রথমে উল্লেখ করা হচ্ছে বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী বিভিন্ন দিকের ত্রুটির সম্ভাবনা যদি উত্তরপূর্ব দিকে কোনও ত্রুটি থাকে তাহলে কি কি সমস্যার সৃষ্টি হতে পারেঃ- (১) পারিবারিক অশান্তি, (২) ব্যবসায়িক সমস্যা, (৩) ডিভোর্সের মামলা, (৪) বাড়ির শিশুদের ব্যবহারের বৈপরীত্য, (৫) ঘনঘন শল্য চিকিৎসা, (৬) দুর্ঘটনা, (৭) খরচ অনেক বৃদ্ধি পাওয়া, (৮) যে সব ওষুধ সারে না তার প্রভাব, (৯) প্রাপ্য অর্থ পেতে দেরি হওয়া, (১০) আইনি জটিলতা, (১১) ব্যবসায়িক অর্ডার বাতিল হয়ে যাওয়া।

আগামী সপ্তাহে এরকম কোনও ত্রুটি থাকলে তার প্রতিকার কিভাবে করতে হবে তা জানানো হবে।

বাস্তুর নানান বিষয়ে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন প্রখ্যাত বাস্তুবিদ প্রতুল চন্দ্র দাশ। চিঠি পাঠানোর ঠিকানা : বাস্তুশাস্ত্র, প্রযত্নে আলিপুর বার্তা,৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০০২৭।

ভুল সংশোধন

সম্প্রতি 'অরূপ রতন' কলমে ত্রিকাল সাহিত্য পত্রিকার শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত মধুসূদন করের ধারাবাহিক উপন্যাস 'সেই সুধাদি'গল্প বলে আলোচিত হয়েছে। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য এই প্রতিবেদক দুঃখিত।

মাঙ্গলিকী

পশ্চিম পুটিয়ারি সাহিত্য সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্প্রতি একটি সভায় ২৫ জন কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পী যোগদান করেন। স্বাগত ভাষণে সংগঠনের সভাপতি ড. অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন স্মরণ করলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর সুযোগ্যপুত্র ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে। এবছর হল স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সার্ধশতজন্মবর্ষ। আবার ওই অনুষ্ঠানের দিনেই ১৯০১ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা এম.এ ক্লাস শুরু করেন (ইংরাজিতে এম.এ আগেই শুরু হয়)। ওই বছরেই তাঁরা সুযোগ্যপুত্র ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ইংরাজিতে অনার্স নিয়ে বি.এ পাশ করেন। তাঁকে পিতা (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাংলা এম.এ ক্লাসে ভর্তি করেন বাংলা ভাষার প্রতি শিক্ষিত বাঙালির দৃষ্টি আকর্ষণ করা জন্য (মনে রাখতে হবে তখন ছিল কট্টর ইংরাজি ও ইংরেজের যুগ বাঙলায় কলকাতা তখন অবিভক্ত ভারতবর্ষের রাজধানী)।

ড. বর্ধন তাঁর ভাষণে তুলে ধরলেন আরও একটি ঐতিহাসিক তথ্য। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে এই কলঙ্ক দেওয়া হয় যে তিনি ছিলেন কট্টর হিন্দু মৌলবাদী ব্যক্তি। এটি মিথ্যা। তিনি আসলে রাজনৈতিক কারণে ধর্ম লঘু সম্প্রদায়ের মানুষজনের স্বার্থপূর্ণ তোষণ নীতির সমর্থক ছিলেন না। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অসম্প্রদায়িক। কাজি নজরুলের চিকিৎসার জন্যে তিনি সাধারণ জনের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের কাজে বিশেষভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

এদিন রবীন্দ্রনাথ-নজরুল নিয়ে তথ্যপূর্ণ মনোগ্রাহী আলোচনা করেন তারাশঙ্কর দত্ত। তিনি যুক্তির সঙ্গে কাজি নজরুলের কবিতা ও গান উল্লেখ করে প্রমাণ রাখেন যে কাজির গান চিরন্তনী, কবিতা নয়। কাজির কবিতা প্রমাণ করে যে কবি হিসেবে তিনি ছিলেন সময়ের কবি। রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের আন্তরিক সম্পর্কের বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেন (এই সম্পর্কের বিষয়ে এই প্রতিবেদন কিছু জেনেছেন বিশ্ববন্দিত জাদুকর ড. পি.সি. সরকার জুনিয়রের কাছে। যিনি একজন কবি, সাহিত্যিক, গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লেখক হিসেবেও খ্যাত। পরবর্তী কোনও সভায় প্রতিবেদক এটি সকলকে জানাবেন)।

এদিন দক্ষতার সঙ্গে সভা সঞ্চালনা করেন সুসাহিত্যিক সুকুমার মণ্ডল, আসর জমিয়ে দেন তাঁর রম্যরচনা 'অসাধ্য সাধন' পাঠে। সঙ্গীতে সভা সমৃদ্ধ করেন সুরেশ চন্দ্র নাথ বৈদ্য, রঞ্জিত দাস, সুজিত দেবনাথ প্রমুখ। স্বরচিত কবিতা পাঠে সভা সমৃদ্ধ করেন প্রদীপ গুপ্ত, অদৃশ্য নাথ, নিতাই মৃধা, সীমা গুপ্ত, বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার প্রমুখ। স্বরচিত গল্প পাঠে ছিলেন আরতি দে, গৌর দাস। মজাদার ডিমের জাদু (ঘোড়ার ডিম!) দেখালেন জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আবার তার সঙ্গে তাল রেখে স্বরচিত ছড়া 'ঘোড়ার ডিম' শোনালেন সুনীল গুহ। গভীর জঙ্গল বেড়িয়ে আসার কথা শোনালেন বিনয় দত্ত তাঁর একটি রচনা পাঠের মাধ্যমে। গণেশ সরকার পাঠ করলেন স্বরচিত কবিতা, 'দেবতার ক্ষমতা' এই কবিতাটি নিয়ে দারুণ তর্ক জমে গেলো!

এদিন ড. বর্ধনের হাত দিয়ে 'সায়াহ্নে' পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যা অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত দিয়ে 'তারুণ্য' পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটে। সভা চলে তিন ঘণ্টা ধরে।

সাহিত্য পত্রিকা ঃ শুভ প্রত্যাশা

সম্পাদক: বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার

গ্রন্থসন্ধানী: সাহিত্য পত্রিকা 'শুভ প্রত্যাশা'র নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৩ সংখ্যা আমাদের দফতরে জমা পড়েছে। এই সংখ্যায় প্রকাশিত সব কটি কবিতার মধ্যে সম্পাদক বুদ্ধদেব নাগ মজুমদারের বড় কবিতা 'কলোনীর সেকাল একাল ভবিষ্যৎ' খুবই হৃদশস্পর্শী নষ্টালজিক রচনা। প্রদীপ গুপ্তর কবিতা 'আসা-যাওয়া'-ও মন ছোঁয়। অন্যান্য কবিতাগুলি মামুলি রচনা। গল্পের মধ্যে সুকুমার মণ্ডলের রম্যরচনা 'দুই মাতালের গল্প' দুর্দান্ত - পাঠকের মুখে হাসি ফোটাবেই। প্রাণ দিয়ে গল্পটি উপভোগ করা যায়। অন্যদিকে সম্পাদকের গল্প 'ঝরা ফুলে গাঁথা মালা' আবেগ প্রবণ কাঁচা লেখা (গল্পটিতে আবার উল্লেখ আছে 'লেপ মুড়ো দিয়ে ঘুমে কাতর'। 'মুড়ো' হবে না 'মুড়ি'হবে?)। ছটি কৌতুক আছে, 'ত্যাগী সন্ন্যাসী'ও 'ডাক্তার ও রোগী'। দুটিই অত্যন্ত নিম্নমানের রচনা, পত্রিকার পক্ষে উপযুক্ত নয়। প্রথম পাতাতে আসামের শিলচরে ১৯ মে, ১৯৬১ বাংলা ভাষা শহীদদের স্মরণ করা হয়েছে, যা যথেষ্টই প্রশংসনীয়। পত্রিকায় রয়েছে কিছু বিগত অনুষ্ঠানের সংবাদ। সম্পাদকীয় যথাযথ। কোনও কোনও কপিতে বাঁধাইয়ে গণ্ডগোল আছে। পাতায় পাতায় অলংকরণ ভাল। 'শুভ প্রত্যাশা'র আগের সংখ্যাগুলি বিবিধ রচনায় অত্যন্ত উজ্জ্বল ছিল। এবারে ততটাই অনুজ্জ্বল। এর কারণ কি? ***যোগাযোগ: ৯৮৩০৯২৯৩৫২***

অরূপ রতন

সব দফতরে গ্র্যাজুয়েট নিয়োগ

দু'য়ের পাতার পর

একটি পাসপোর্ট মাপের ফটো দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় দেবেন। অফলাইনে ১৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে পাঠান এই ঠিকানায় - রিজিওনাল ডাইরেক্ট (ইআর), স্টাফ সিলেকশন কমিশন, ফার্স্ট এমএসও বিল্ডিং (৮ম তল), ২৩৪/৪ এজেসি বোস রোড, কলকাতা-২০। দরখাস্ত পূরণের সময় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বিষয়ের নিম্নলিখিত কোড দেবেন। **শিক্ষাগত যোগ্যতার কোড:** সার্টিফিকেট ০৩, ডিপ্লোমা ০৪, বিএ ০৫, বিএ (অনার্স) ০৬, বিকম ০৭, বিকম (অনার্স)০৮, বিএসসি ০৯,বিএসসি (অনার্স)১০, বিএড ১১, এলএলবি ১২, বিই ১৩, বিটেক ১৪, এএমআইই ১৫, বিএসসি (ইঞ্জিনিয়ারিং)৬, বিসিএ ১৭, বিবিএ ১৮, গ্র্যাজুয়েশন ইস্যুড বাই ডিফেন্স (ইন্ডিয়ান আর্মি, এয়ার ফোর্স, নেভি) ১৯, বিলিব ২০, বিফার্মা ২১, আইসিডব্লুএ ২২, সিএ ২৩, পিজি ডিপ্লোমা ২৪, এম এ ২৫, এমকম ২৬, এমএসসি ২৭, এমএড ২৮, এলএলএম ২৯, এমই ৩০, এমটেক ৩১, এমএসসি (ইঞ্জিনিয়ারিং) ৩২, এমসি ৩৩, এমবিএ ৩৪, অন্যান্য ৩৫। **বিষয়ের কোড:** ইতিহাস ০১, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ০২, অর্থনীতি ০৩, ইংরাজি সাহিত্য ০৪, হিন্দি ০৫, ভূগোল ০৬, কমার্স ০৭, আইন ০৮, পদার্থবিদ্যা ০৯, রসায়ন ১০, অঙ্ক ১১, পরিসংখ্যান ১২, উদ্ভিদবিদ্যা ১৩, প্রাণীবিদ্যা ১৪, এগ্রিকালচার সায়েন্স ১৫, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ১৬, ইলেট্রিক্যাল ১৭, মেকানিক্যাল ১৮, ইলেকট্রনিক্স ১৯, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ২০, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্টুমেন্টশন ২২, এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং ২৩, কম্পিউটার সায়েন্স ২৪, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন ২৫, ইনফরমেশন টেকনোলজি ২৬, লাইব্রেরি সায়েন্স ২৭, অ্যাকাউন্ট্যান্সি ২৮, ওয়ার্ক অ্যাকাউন্ট্যান্সি ২৯, বিজনেস অ্যাডমিনিশট্রেশন ৩০, মাস কমিউনিকেশন ৩১, জার্নালিজম ৩২, মাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম ৩৩, ফার্মাসি ৩৪, ফোটোগ্রাফি ৩৫, প্রিন্টিং টেকনোলজি ৩৬, নার্সিং ৩৭, বাংলা ৩৯, সংস্কৃত ৪৭।

গৌড় পাণ্ডুয়ার নস্টালজিয়ায়

আটের পাতার পর

সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দাখিল দরওয়াজা, লুকোচুরি গেট, কদম রসুল মসজিদ, নেক বিবির সমাধি, গুমটি দরওয়াজা, তাঁতিপাড়া মসজিদ,চিকা মসজিদ, চামকাটি মসজিদ।

ঘোড়ায় চড়ে কোতোয়ালের পাহারা দেওয়ার বাইশগজী প্রাচীরের বিশালতা চোখ ধাঁধাঁয়। পাশেই রয়েছে খননে প্রাপ্ত ইতিহাস মৌন অতীতকে মুখর করে তোলে। একটু দূরেই বাংলাদেশের বর্ডার।

খোঁজখবর: শিয়ালদহ থেকে গৌড় এক্সপ্রেসে মালদহ স্টেশনে নামতে হবে। বাসে গেলে ধর্মতলা থেকে বাস পাবেন। বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বিভিন্ন মানের অনেকগুলি হোটেল আছে। গৌড় এবং পাণ্ডুয়া মালদহ শহরে ভিন্ন দুই প্রান্তে। ঘোরার একমাত্র উপায় নিজেরা গাড়ী ভাড়া করে নেওয়া। গৌড় বা পাণ্ডুয়া যেকোনও একটি দেখে সেই পথে ফিরে এসে শহর অতিক্রম করে অপর জায়গায় যেতে হবে।

লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশকদের জন্য সুখবর

আপনারা কি আপনাদের প্রিয় লিটল্ ম্যাগাজিন প্রকাশ করতে চলেছেন? কিংবা নতুন কোন সংখ্যা? আপনি কী নিজের কোন সংকলন প্রকাশ করেছেন? খবর দিন আলিপুর বার্তাকে। **কেন?** প্রতি মাসে কোন কোন ম্যাগাজিন প্রকাশ হল। তাতে কি থাকছে। নতুন সংখ্যাই বা কি বেরুল। কারা কারা নতুন নতুন সংখ্যা বা বই প্রকাশ করলেন। এছাড়াও খুবই অল্প খরচে আপনার পত্রিকা বা বইয়েরপ্রচ্ছদ সহ বিজ্ঞাপন দিতে পারেন এই বিভাগে। **যোগাযোগ করুনঃ** অরুণ ব্যানার্জী ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪ কুণাল মালিক ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

বাংলাদেশ

খালেদা জিয়াকে পাকিস্তানে যাওয়ার পরামর্শ হাসিনার

উম্মে সালমা সাথী, ঢাকা: পাকিস্তান 'প্রীতির' কারণে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে পাকিস্তানে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। খালেদার উদ্দেশে তিনি বলেন, 'যত চেষ্টাই করেন, বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বাঁচাতে পারেন নাই, যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচাতে পারবেন না।'

শনিবার বিকেলে গাইবান্ধায় আওয়ামী লিগ আয়োজিত এক জনসভায় দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। নির্বাচন-পূর্ববর্তী ও নির্বাচনকালীন সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত এবং হতাহত ব্যক্তি ও পরিবারগুলোকে সহায়তা দিতে গাইবান্ধায় যান প্রধানমন্ত্রী। একই কারণে এর আগে তিনি যশোরের মালোপাড়ায় গিয়েছিলেন শুক্রবার।

খালেদা জিয়ার জন্মদিন নিয়ে কথা বলতে গিয়ে হসিনা বলেন, 'স্কুলে ভর্তির সময় উনার জ ম তারিখ একটা, বিয়ের সময় একটা, পাসপোর্টে একটা এবং জাতির পিতার শাহাদাতবার্ষিকী ১৫ আগস্টেও উনার জন্মদিন। শুধু নিজের নয়, তার স্বামীর জন্ম তারিখও উনি বদলে ফেলেছেন। জিয়াউর রহমানের জন্মতারিখ ১৯ জানুয়ারি, উনি বললেন ১৮ জানুয়ারি।'

শেখ হাসিনা বলেন, কোনও মা-বাবাকে পয়সা খরচ করে এখন বই কিনতে হয় না। সরকার তাদের হাতে বই তুলে দেয়। বিএনপি-জামায়াত-শিবিরের হরতাল, অবরোধ ও রাস্তা কাটা সত্ত্বেও এ বছর আমরা সময়মতো বই শিক্ষার্থীদের পৌঁছে দিয়েছে। খালেদা জিয়াকে উদ্দেশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জাতির পিতার খুনিকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন, পারেন নাই। যুদ্ধাপরাধের বিচার বনধ করতে চেষ্টা করচেড়, পারেন নাই। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বাংলার মাটিতে হবেই।' বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে আর কাউকে ছিনিমিনি খেলতে দেওয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ার করেন তিনি।

বিদেশি কূটনীতিকদের সঙ্গে শেখ হাসিনা।

৫ জানুয়ারি নির্বাচন ঠেকাতে বিএনপি-জামায়াতের আন্দোলনের প্রতি ইঙ্গিত করে হাসিনা বলেন, শুধু গাইবান্ধায় চার পুলিশ সদস্যসহ ১০ জনকে হত্যা করা হয়েছে। তারা স্কুল-কলেজ ধ্বংস করেছে। এ সময় তিনি জানতে চান, মানুষ হত্যা, প্রিসাইডিং অফিসারের গায়ে আগুন দিয়ে, গরুকে হত্যা করে এবং ২০ হাজার গাছ কেটে ফেলে খালেদা জিয়া কী পেলেন।

এর আগে গাইবান্ধা সার্কিট হাউস মিলনায়তনে নির্বাচন-পূর্ববর্তী ও নির্বাচনকালীন সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত ও হতাহত ব্যক্তিদের পরিবারগুলোর সঙ্গে মতবিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী। এ সময় তিনি বলেন, রাজনীতি করার জন্য রাজনীতি করে না বিএনপি। তারা মানুষ হত্যা, বাড়িঘর ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে সন্ত্রাসী তাণ্ডব চালায়। বিএনপি যা করেছে, সেটা রাজনীতি নয়, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড।

ক্ষতিগ্রস্তদের মনের জোর রাখার অনুরোধ জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, 'আপনাদের সন্তান ফেরত দিতে পারব না, তবে আপনাদের নিরাপত্তা দেব। আর যেন এ ধরনের ঘটনার না ঘটে, সেজন্য যা করা দরকার, তাই করব। দেশকে জঙ্গিবাদী হতে দেব না।'

জেলা সবলা মেলায় স্বনির্ভরতা বাড়াতে আহ্বান মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: মহিলাদের আরও স্বনির্ভর করে তুলতে হবে। ক্যানিং থানার স্পোর্টস কমপ্লেক্স ময়দানে জেলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী মন্ত্রী ও স্বনিযুক্ত বিভাগের উদ্যোগে ৫তম বর্ষ জেলা সবলা মেলার উদ্বোধনে একথা বলেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মন্ত্রী শান্তিরাম মাহাতো। তিনি বলেন, জেলার মহিলারা তাঁদের হাতের কাজ মেলার মধ্য দিয়ে সকলের সামনে তুলে ধরতে পারছেন। সুন্দরবন মহিলারা স্বনির্ভর হয়ে উঠলে আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন হবে।

মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, জেলার সভাধিপতি শামিমা সেখ।

সত্যমেব জয়তে

Government of West Bengal

'বারুইপুর মহকুমাতে ৮ (আটটি) নুতন রেশন ডিলার নিয়োগ হইবে, বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য বারুইপুর মহকুমা নিয়ামক (খাদ্য ও সরবরাহ)-এর দপ্তরে যোগাযোগ করুন। দরখাস্ত জমা দেওয়া শেষ তারিখ- ০৩/০৩/২০১৪

Sd/-
Sub-Divisional Controller (F&S)
& Ex-offcio, Asstt. Director,
Baruipur, South 24 Parganas.

১০২/জে.ত.স.দ./২৪ পরঃ (দঃ)/ ৩১/০১/১৪

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তী

নয়ের পাতার পর

তার পরদিন ছিল শিশু থেকে ১৬ বছর এবং সর্ব সাধারণের জন্য তিনটি বিভাগে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। ওই দিন হেরিটেজ কলেজের তত্ত্বাবধানে সমিতির আবাসিক কিশোরেরা সুকুমারের ১২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর কবিতা অবলম্বনে নাটক পরিবেশন করে। ২১ তারিখ ছিল রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রতিযোগিতা। ওইদিন বিকেল ৩টেয় প্রতি দলের দুজন করে নিয়ে বারোটি দল অংশগ্রহণ করে তরুণভূষণ গুহ স্মৃতি ক্যুইজ প্রতিযোগিতায়। ২২ জানুয়ারি আধুনিক বাংলা গানের এবং একক সৃজনশীল নৃত্যের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় সর্ব সাধারণের জন্যে।

এরপর ২৩ জানুয়ারি সমাজের বরেণ্য মানুষদের উপস্থিতিতে এক বিশাল জনাসমাগমের মধ্যে সমিতি প্রাঙ্গণের মুক্ত মঞ্চে জাঁকজমক পূর্ণ অনুষ্ঠান জমে ওঠে বেলা ১১টা থেকে। এদিন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিজ্ঞানী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন সমিতির সভানেত্রী সুজাতা গুহ। সমিতির নবীন ও প্রবীণ সদস্যদের উপস্থিতিতে স্বাগত ভাষণ দেন সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন অন্যান্যরা। বেলা বারোটায় নেতাজির জন্মের পুণ্য মুহূর্তে শঙ্খধ্বনি এবং উপস্থিত মানুষদের বন্দে মাতরম ও জয়হিন্দ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে মেলা প্রাঙ্গণ। দুঃস্থ গ্রামবাসীদের কম্বল ও দুঃস্থ ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। গত চারদিনের বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণীর পর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এর ফাঁকেই উপস্থিত মানুষদের মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়িত করা হয় স্বামীজি উপাসনার ভোগ বিতরণের মাধ্যমে। অভিনেত্রী দেবশ্রী রায়ের উপস্থিতির পাশাপাশি মানসী সিনহা ও ফাল্গুনী চ্যাটার্জির শ্রুতি নাটক, অরিজিৎ মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে মান্না দে'র গান, দেশাত্মবোধক গানের সঙ্গে এক কিশোরীর নৃত্যের তালে যোগব্যায়াম প্রদর্শন, নচিকেতা

গানের সঙ্গে এক নৃত্যশিল্পীর নাচ প্রদর্শন, প্রিয়ম গুহের ম্যাজিক এবং উদয়কুমারের ও সম্প্রদায়ের তরজা গান তৃপ্তিতে ভরিয়ে দেয় দর্শক ও শ্রোতাদের। শীতের সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার পরে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে শপথ নেন সুস্থ সংস্কৃতি ও মানব বিকাশের অভিযানে সমিতির পাশে সর্বাত্মকভাবে সামিল হওয়ার জন্যে। অনুষ্ঠান শেষ হয় নবনীল মুখোপাধ্যায়ের বেহালাবাদন ও আতসবাজি প্রদর্শনীর মাধ্যমে।

বিজ্ঞপ্তি

ডায়মন্ডহারবার মহকুমা নিয়ামকের অধীন কুল্পী ব্লকের (১) কেওড়াতলা পঞ্চায়েতের অধীন কেওড়াতলা কেন্দ্রে, (২) বেলপুকুর পঞ্চায়েতের অধীন নিশ্চিন্তপুর বাজার কেন্দ্রে, (৩) ঈশ্বরীপুর পঞ্চায়েতের অধীন বনমশিদ কেন্দ্রে, (৪) বাবুর মহল পঞ্চায়েতের অধীন তারাচাঁদপুর কেন্দ্রে, (৫) বাবুর মহল পঞ্চায়েতের অধীন রামনগর কেন্দ্রে, ফলতা ব্লকের (১) ফতেপুর পঞ্চায়েতের অধীন পিখিরা কেন্দ্রে, (২) মল্লিকপুর পঞ্চায়েতের অধীন কমলপুর কেন্দ্রে, (৩) হরিণডাঙা পঞ্চায়েতের অধীন দিঘীরপাড় বাজার কেন্দ্রে, (৪) নাওপুকুরিয়া পঞ্চায়েতের অধীন কলসা কেন্দ্রে, মন্দিরবাজার ব্লকের (১) ধনুরহাট পঞ্চায়েতের অধীন ধনুরহাট কেন্দ্রে এবং মগরাহাট-২ ব্লকের (১) বেণীপুর পঞ্চায়েতের অধীন বেণীপুর কেন্দ্রে মোট ১১ (এগারো)টি রেজাল্ট্যান্ট ভ্যাকান্সী উদ্ভূত হওয়ায় এম.আর (রেশন) ডিলার নিয়োগের জন্য স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী/সরকারি নথিভুক্ত সমবায় সমিতির/আধা সরকারি সংস্থা/ব্যক্তি/জোটবদ্ধ ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে আবেদনপত্র আহ্বান করা হইতেছে। আবেদনকারীকে অবশ্যই প্রাপ্তবয়স্ক এবং এই মহকুমার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ গণবন্টন (রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ অনুযায়ী, স্বনির্ভর গোষ্ঠী বিশেষত মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য - প্রমাণাদি, দলিলসহ দফতরের নির্দেশিত ফর্ম - 'সি' [C] পূরণ করতে, আবেদনের দক্ষিণা স্বরূপ অফেরৎযোগ্য এক হাজার টাকা ট্রেজারী চালানের [T.R. 7] মাধ্যমে জমা দিয়ে আবেদন করতে হবে। কোন অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র বা নির্ধারিত সময়ের পরে জমা দেওয়া আবেদনপত্র গ্রাহ্য হবে না।

আবেদনপত্রের নমুনা মহকুমা নিয়ামক কার্যালয় থেকে পাওয়া যাবে।

আবেদনপত্র জমা দেবার শেষ তারিখ ২৪/০২/২০১৪। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন:- মহকুমা নিয়ামক কার্যালয় (খাদ্য ও সরবরাহ) ডায়মন্ডহারবার, দূরাভাষ :- ০৩১৭৪-২৫৫-২৩৮

স্বাক্ষর
মহকুমা নিয়ামক (খাদ্য ও সরবরাহ)
ডায়মন্ডহারবার
দক্ষিণ ২৪ পরগণা

৬০(৩)/জে.ত.স.দ./২৪ পরঃ (দঃ)/ ২২/০১/২০১৪

বয়স তিরিশ হলেই হাঁটুর যত্নে নজর দিন

আজকাল প্রায় বহু মানুষই হাঁটুর তীব্র যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন একথা শোনা যাচ্ছে। তাদের মধ্যে শতকরা ৯০ শতাংশ মানুষ অ্যাডভান্সড অস্ট্রিও আর্থারাইটিসের দ্বারা আক্রান্ত। বর্তমান কেন এই রোগটি বেশি হচ্ছে, কি এর প্রতিকার সেই সম্পর্কে আমাদের প্রতিনিধি অভিমন্যু দাসকে তথ্য জানালেন বিশিষ্ট অস্থি বিশেষজ্ঞ ডা. সন্তোষ কুমার।

পাশের বাড়ির তনিমাদি কে বেশ কিছুদিন ধরেই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে দেখছি। একদিন সাক্ষাতে জানতে পারলাম তার এই খুঁড়িয়ে হাঁটার আসল কারণ হল, দুই হাঁটুর অসহ্য যন্ত্রণা। ডাক্তারি পরিভাষায় তার এই যন্ত্রণার কারণ হল অ্যাডভান্সড অস্ট্রিও আর্থারাইটিস। এর কিছুদিন পর খবর পেলাম তনিমাদি আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছে না। কারণ, হাঁটুর তীব্র যন্ত্রণায় তার চলাফেরা একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তনিমাদির বয়স ৪৫ বছর।

সুজয় কাকুর অপস্থা তনিমাদির মতো। সরকারি চাকরি করতেন, অসম্ভব পরিশ্রমী মানুষ ছিলেন। সদ্য কয়েক বছর হল অবসর নিয়েছেন। তাঁকেও আজ হাঁটুর তীব্র যন্ত্রণায় বিছানায় শয্যাশায়ী করে দিয়েছে।

● অস্ট্রিও আর্থারাইটিস কি ?

বাত বা আর্থারাইটিস হল এক প্রকার হাড়ের অসুখ। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় জয়েন্ট ডিজিজ যেখানে জয়েন্ট ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যায় বা খারাপ হয়ে যায়। আর্থারাইটিস অনেক প্রকারের হয়। যেমন - অস্ট্রিও আর্থারাইটিস, রিউম্যাটরয়েড আর্থারাইটিস, ট্রমাসিক অস্ট্রিও আর্থারাইটিস।

প্রতীক

আর্থারাইটিসের হওয়ার পিছনে আলাদা আলাদা কারণ আছে। আমরা যে হাঁটুর যন্ত্রণার বিষয় আলোচনা করছি এই প্রসঙ্গে অস্ট্রিও আর্থারাইটিসের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। এটি বহুল লক্ষিত বাত। মূলত হাঁটুর জয়েন্টে এটি বেশি দেখা যায়। বার্ধক্যজনিত কারণে এই বাত হয়। তবে আজকাল বহু কমবয়সিদের এই রোগ দেখা যাচ্ছে। সাধারণত জেনিটিক কারণে জয়েন্ট আস্তে আস্তে ক্ষয়ে যায়। যার সূচনা ৩৫ বছরের পরই শুরু হয়। মূলত দেহের ভার বহনকারী জয়েন্টগুলিতেই অস্ট্রিও আর্থারাইটিস বেশি হয়। যেমন - হাঁটুর জয়েন্ট, হিপ জয়েন্ট, স্পাইন জয়েন্ট। আমাদের দেহের যে সূক্ষ্ম কার্টিলেজ থাকে তা ক্ষয়ে যায়। গাড়ির চাকা চলতে চলতে যেমন একটা সময় ক্ষয়ে যায় অনেকটা সেইরকমভাবে এই জয়েন্টগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই সময় জয়েন্টগুলি স্বাভাবিক চলাফেরায় বাধা সৃষ্টি করে। প্রথম দিকে হাঁটতে একটু কষ্ট হয়। তারপর আস্তে আস্তে একসময় হাঁটা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় হাঁটা চলায় তীব্র যন্ত্রণাও অনুভব হয়।

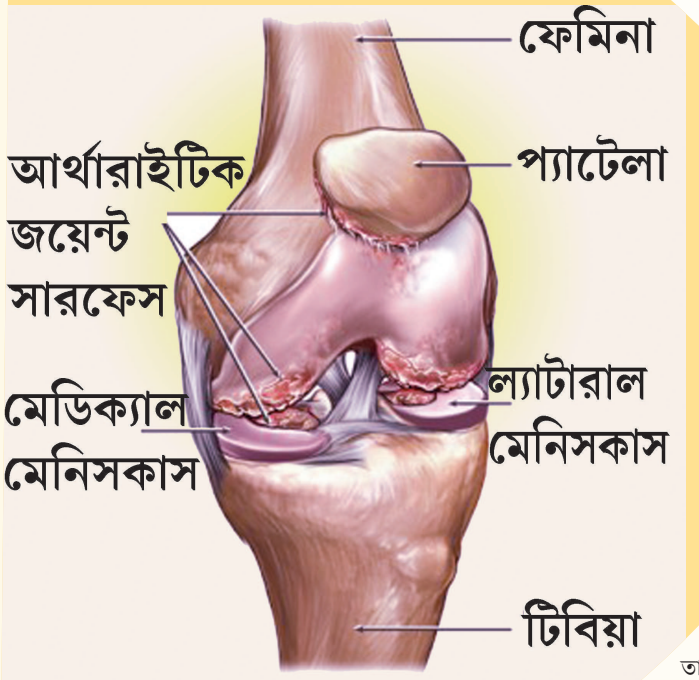

● অস্ট্রিও আর্থারাইটিসের চিকিৎসা

প্রথম অবস্থায় রোগি যদি চিকিৎসকের কাছে আসে। সেক্ষেত্রে তাঁকে সামান্য ওষুধ ও হালকা ব্যায়াম করার পরামর্শ দেওয়া হয়। আসল কাজ হল রোগির জয়েন্টের মোবিলিটি রক্ষা করা। রোগ যদি মধ্যম পর্যায়ে নিয়ে আসে সেক্ষেত্রে ব্যায়ামের মাত্রা আরও বাড়ানো হয়। প্রয়োজনে জয়েন্টের ভেতর ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। বহু ক্ষেত্রে পায়ে ট্র্যাকশনও দেওয়া হয়। এতে রোগির ব্যথা কিছুটা কম হয়। অস্ট্রিও আর্থারাইটিসের শেষ পর্যায়ে কোনও রোগি নিয়ে আসলে তখন আমাদের বিশেষ কিছু করার থাকে না। সেক্ষেত্রে একমাত্র উপায় হল হাঁটুর প্রতিস্থাপন। অনেকটা বাধ্য হয়েই এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আমাদের দেশে হাঁটু প্রতিস্থাপন আগে খুব কম হত। কারণ, ব্যয় সাপেক্ষ এবং দুর্লভ ছিল। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। এখন আর হাঁটুর প্রতিস্থাপন কোনও দুর্লভ অপারেশন নয়। আজকাল প্রায়ই এই অপারেশন হচ্ছে এবং খুব একটা ব্যয় সাপেক্ষ নয়। সাধারণ মানুষের আয়ত্বাধীন কলকাতা শহরে এই হাঁটু প্রতিস্থাপন এক থেকে দেড় লক্ষ টাকা ব্যায়ে করানো সম্ভব।

● হাঁটু প্রতিস্থাপনের সুবিধা:

বর্তমানে অ্যাডভান্সড অস্ট্রিও আর্থারাইটিসের ক্ষেত্রে হাঁটু প্রতিস্থাপন অন্যতম সফল চিকিৎসা পদ্ধতি। এমন বহু লোকের হাঁটুর প্রতিস্থাপন করা হয়েছে যার সহজেই হাঁটাচলা করে বেড়াতে পারছেন। অথচ একটা সময় তারা হাঁটাচলা করতেই পারতেন না।

● সুস্থ হতে কত দিন সময় লাগে ?

হাঁটু প্রতিস্থাপন সার্জারির পর পরেই দুই দিনের মধ্যে ওয়াকারের সাহায্যে রোগিকে হাঁটানো হয়। তিন সপ্তাহের মধ্যে কোনও কিছু সাহায্য ছাড়াই রোগির পক্ষে একা হাঁটা সম্ভবপর হয়। ফলত রোগি স্বাভাবিক কর্মজীবনে হাঁটু প্রতিস্থাপন হওয়ার এক থেকে দেড় মাস পরেই কাজে যোগ দিতে পারেন। হাঁটু প্রতিস্থাপন এক সঙ্গে দুটি হাঁটুতেও করা যেতে পারে। বর্তমানে এই সার্জারি এত উন্নতমানের ইনভেসিসিভ সার্জিক্যাল টেকনিকের মাধ্যমে করা হয় যাতে রোগি খুব দ্রুত আরোগ্য লাভ করতে পারে। একবার অপারেশন করলে সুস্থ, স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে পারে।

● বিশেষ বাধা নিষেধ:

অপারেশনের পর বিশেষ কোনও বাধা নিষেধ করা হয় না। বরং রোগিকে তার স্বাভাবিক কাজকর্ম ও চলাফেরা করার পরামর্শ দেওয়া হয়। কেবলমাত্র বাবু হয়ে মাটিতে বসতেই বারণ করা হয়। এছাড়া আর কোনও বাধা নিষেধ নেই।

ডায়াল করুন এই নম্বরে

হাসপাতালের নম্বর

এসএসকেএম-২২০৪১১০০
আরএন টেগর-২৪৩৬৪০০০
এনআরএস-২২৬৫২২১৪
রামকৃষ্ণমিশন সেবা প্রতিষ্ঠান-২৪৭৫৩৬৩৬-৯
ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ-২২৮৯৭১২২-২৩
মেডিকেল কলেজ-২২৪১৪৯০১
আরজিকর-২৫৫৫৭৬৭৫
বাঙ্গুর-২৪৭৩৩৩৫৪
শম্ভুনাথ পণ্ডিত-২৩০২২৮০০
পিয়ারলেস-২৪৬২২৩৯৪
নাইটিঙ্গেল-২২৮২৭৪৬২
শুশ্রুত-২৩৫৮০২০১
রুবি জেনারেল-৩৯৮৭১৮০০
বিএম বিড়লা-২৪৫৬৭৮৯০
অ্যাপেলো গ্লেনিগালস-২৩২০২১২২
বিপি পোদ্দার-২৪৪৫৮৯০১
ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক-২৬৪৪৫৫১৬

অ্যাম্বুলেন্স

লাইফ কেয়ার-২৪৭৫৪৬২৮
রানি রাসমনি মিশন ২৪৩১৯৮৮৫
চেতলা বস্তি উন্নয়ন ২৪৪৯০২৮৬
ডঃ বিধানরায় মেমোরিয়াল-২৫৭৪৯৭৩৮
দিগন্ত-২৪৭৪৫৪৫৫
মেডিকেল ব্যাঙ্ক-২৫৫৪০০৮৪
মাতৃসঙ্ঘ জনকল্যাণ আশ্রম-২৪৭৫৪৫২৭
জনমঙ্গল-২৪৬৬২৮৭৯
তালতলা পিপি-২২৬৫-৩২৩৯
রাতের ওষুধ এবং অক্সিজেন লাইফ কেয়ার-২৪৭৫৪৬২৮
নন্দন মেডিকেল-২৩৫৮১৭২৩
জীবনদীপ-২৪৫৫০৯২৬
সাউথ ক্যালকাটা ব্যুরো-২৪৮৪৪৩২২

ল্যান্ডফোনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি নম্বরের আগে ০৩৩ বসবে।

ছোলা ও খেসারী চাষের চাবিকাঠি

ছোলা

মাটি: দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটি ছোলা চাষের বেশি উপযোগী।

জাত: মহামায়া-১, মহামায়া-২, অনুরাধা, বি-৭৫, বি-৯৮। অসেচ এলাকার জন্য গঙ্গানগর ও এন.ডি.জি।

বীজশোধন: প্রতি কোজি বীজের সঙ্গে ম্যাঙ্কোজেব ৩ গ্রাম বা থাইরাম ২ গ্রাম হারে ভালভাবে মেশালেই বীজ শোধন হয়ে যাবে। বীজ শোধনের কমপক্ষে ৭ দিন আগে বীজের সঙ্গে রাইজোবিয়াম কালচার মেশাতে হবে।

বীজবপন: অগ্রহায়ণ মাসে বিঘা প্রতি ৬.৫-৮ কেজি বীজ ছিটিয়ে বোনা হয়। সারিতে বুনলে সারির মধে ৩০ সেমি. এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১০ সেমি. রাখা হয়। ছিটিয়ে বুনলেও প্রতিবর্গমিটারে ৩০-৩৩ টির বেশি গাছ রাখা যাবে না। রাইজোবিয়াম কালচার বীজের সঙ্গে মেশানো দরকার।

সারপ্রয়োগ: একর প্রতি ১২ কেজি নাইট্রোজেন, ২৪ কেজি ফসফেট এবং ২৪ কেজি পটাশ লাগে। কোনও চাপান সার লাগে না। বোরন ও মলিবডেনাস ঘাটতিযুক্ত মাটিতে ২ গ্রাম সোহাগা ও হাফগ্রাম অ্যামোনিয়াম মলিবভেট প্রতি লিটার জলেগুলে বীজ

বোনার ২১ ও ৪২ দিন পর দু'বার স্প্রে করলে ফলন বৃদ্ধি পায়।

ফলন: ১৩০-১৩৫ দিনে ফসল তুলে ফেলা হয়। বিঘা প্রতি ২৫০ কেজি ফলন পাওয়া যায়।

খেসারী

মাটি: সব রকম জমিতে চাষ করা যায়, তবে নিচু অবস্থানের এঁটেল মাটিতে ভাল হয়। নোনাও সহ্য করতে পারে।

জাত: নির্মল, রতন প্রভৃতি হল এর উন্নতমানের জাত।

বীজ শোধন: প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে ম্যাস্কোজের ৩ গ্রাম বা থাইরাম ২ গ্রাম হারে ভালভাবে মেশালেই বীজ শোধন হয়ে যাবে।

বীজ শোধনের কমপক্ষে ৭ দিন আগে বীজের সঙ্গে রাইজোবিয়াম কালচার মেশাতে হবে।

বীজবপন: কার্তিক মাসে বিঘা প্রতি ৬ কেজি (লাঙ্গল দিয়ে বোনা) এবং ৮ কেজি (পয়রা ফসল-আমল ধানের মধ্যে বোনা) বীজ ছিটিয়ে বোনা হয়। বীজের সঙ্গে রাইজোবিয়াম কালচার মেশানো দরকার।

সারপ্রয়োগ: পয়রা ফসলে ৩০-৪০ দিনের মাথায় ডি.এ.পি. বা ইউরিয়ার ২ শতাংশ জলীয় দ্রবণ (২ গ্রাম ১ লিটার জলে) স্প্রে করা হয়।

অধঃপতনের ট্রাডিশন চলছে

ষোলো পাতার পর

মরশুমের মাঝে কোচ বদল করাটা রীতি করে ফেলেছিলেন। এবছর যে করিমকে কোচ করে এনেছেন এই করিমকেই কয়েক বছর আগে সাফল্য পাওয়া সত্ত্বেও বরখাস্ত করে দিয়েছিলেন। তারপর দেখা যাচ্ছে একটা ভারসাম্যযুক্ত দল গড়ার পরিবর্তে বিশেষ দু-একজন গ্লামারাস ফুটবলারকে এনে তাদের ওপর নির্ভর করতে চাইছেন। ২০১২-তে তাঁরা রহিম নবিকে দলে নিয়ে এলেন। ২০১৩-তে মেহেতাবও আসতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু সেদিকে নজর না দিয়ে তাঁরা আনফিট টোলগেকে নিয়ে এলেন নানান রীতিনীতি ভাঙার অলিগলি বেয়ে। ওডাফা ফিট থাকলেও আনফিট টোলগে এবং ছন্নছাড়া মাঝমাঠ নিয়ে সারা মরশুম নিয়ে ব্যর্থতার বোঝা বয়ে বেড়ালেন। এবছর তাঁরা অনেকটাই ভাল টিম গড়েছেন। কিন্তু সেই টিমের অধিকাংশই তরুণ। মাঝারি প্রতিভার ডেনসন ছাড়া দলে জাতীয় স্তরের ভাল খেলোয়াড় বলতে রয়েছেন শুধু কাতসুমি ও ওডাফা। তার মধ্যে ওডাফা চোট পেয়েছিলেন গত মরশুমের শেষের দিকেই। এবছর প্রি-সিজন ট্রেনিং ঠিকমতো করেননি। মোহনবাগান কর্তারাও দলের শৃঙ্খলাকে এমন জায়গায় নিয়ে গিয়েছেন ওডাফার মুখের ওপর কথা বলার মতো কেউ নেই। তাঁরা ওডাফাকে বাধ্য করতে পারেননি মরশুমের শুরুতে ঠিকমতো রিহ্যাব নেওয়ার ব্যাপারে। এখন মরণকালে হরিনাম করার মতো এই কৃষ্ণাঙ্গ ফুটবলার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন ফিট হয়ে ওঠার। কিন্তু তাতে একটি ম্যাচ ভাল খেলেই পরের ম্যাচে খোঁড়াচ্ছেন। দলের সিনিয়র খেলোয়াড় শুধু নন, তিনি এবার অধিনায়কও। অথচ জুনিয়রদের গাইড করা দূরে থাক, মাঠের মধ্যে সামান্য কারণেই তাদের গালাগালি দিয়ে টিমের মনোবল ভেঙে দিচ্ছেন। ওডাফার এই দাদাগিরিতে ব্যাহত হচ্ছে টিম স্পিরিটও। এর ফল কি হচ্ছে তা বোঝা গেল ফেডকাপ সেমিফাইনালেই। চার্চিল মোহনবাগানের আগের চারটি খেলা দেখেই হিসেব করে নিয়েছিল ওডাফাকে যে কোও ভাবেই হোক আটকাতে হবে এবং কাতসুমি, ডেলসনের ঐক্যের পথে ক্রমাগত বাধার সৃষ্টি করে যেতে হবে। তাহলেই কোয়ার্টার ফাইনালে বাঘ হয়ে ওঠা মোহনবাগান বিড়ালে পরিণত হয়ে যাবে।

অপরদিকে ইস্টবেঙ্গল গত ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২ দু'বার আইলিগে রানার্স, ২০১২ ফেডকাপ এবং চারবার কলকাতা লিগ জয়ের পাশাপাশি এএফসি কাপের সেমিফাইনালে ওঠার অনবদ্য কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। অথচ তাঁরা মাঝমাঠের অপরিহার্য খেলোয়াড় পেনকে ছেড়ে দেওয়ার পাশাপাশি যিনি দলটিকে হাতে করে গড়েছিলেন সেই প্রশিক্ষক মর্গানকে সরে যেতে বাধ্য করলেন। এএফসি কাপের শীর্ষপর্যায়ের খেলা অথচ তাঁরা কোচ করে নিয়ে এলেন ব্রাজিল থেকে এমন একজনকে যিনি ভারতীয় ফুটবল সম্বন্ধে একেবারেই অনভিজ্ঞ। যার ফলে যে লাল-হলুদের সমর্থকেরা এবার এশিয়া জয় হবার স্বপ্ন দেখছিলেন তারাতো হতাশার অন্ধকারে ডুবে গেলেননি, উপরন্তু দেখা গেল দলে মাঝমাঠ ব্যর্থ হওয়াতে আক্রমণভাগে চিডি ও মোগা হয়ে যাচ্ছেন বিচ্ছিন্ন দিক। তার সঙ্গে পাল্লা করে চলছে গোল মিসের প্রদর্শনী। অথচ এই মোগাই গত মরশুমে পুনে এফসি'র হয়ে অনবদ্য ফুটবল উপহার দিয়েছিলেন। এর ওপর দেখা যাচ্ছে পাঁচবার ডেম্পোকে ভারত সেরা করা প্রশিক্ষক আর্মান্দো কোলাসো ঘন ঘন বাড়ি ছুটছেন। কলকাতার পরিবেশে দলের হাল ধরার মতো যে মানসিকতা দরকার তা তিনি অর্জন করতে পারেননি। গোয়ার শৃঙ্খলাবদ্ধ, পেশাদারী নিয়মকানুনের বাধানো রাজপথে তিনি যে সাফল্য পেয়েছিলেন সেই অভিজ্ঞতা দিয়ে ইস্টবেঙ্গলের মতো দলকে উতরে দেওয়া যে রীতিমতো অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া তা এখন হাড়ে হাড়ে বুঝছেন।

সামগ্রিক অবস্থা দেখে ভারতীয় ফুটবলের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকটি ব্যক্তি একটাই কথা বলছেন, তা হল আজকে গোয়ার দলগুলি বা পুনের সাফল্য পাওয়ার পিছনে যে পেশাদারী মনোভাব কাজ করছে তা কলকাতা দলগুলির নেই। গোয়ার প্রত্যেকটি দল তাদের ভূমিপুত্রদের তুলে আনছে। বিদেশি খেলোয়াড় এবং অন্য রাজ্যের সেখানে খেলছেন ঠিকই কিন্তু দলের শিরদাঁড়াটা ধরে রাখছেন স্থানীয় ফুটবলাররাই।

ঘন ঘন কোচ বদল এবং হাতে গরম সাফল্য না পেলেও কোচ ও খেলোয়াড় পরিবর্তনের ট্রাডিশন তাদের নেই। অপরদিকে কলকাতার দলগুলি স্থানীয় খেলোয়াড় তুলে আনার কোনও চেষ্টা না করে বাইরের দলগুলিতে আগের মরশুমে ভাল খেলা ফুটবলারকে প্রচুর টাকা দিয়ে নিয়ে আসছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে ভারসাম্যযুক্ত দল তৈরি হচ্ছে না। সেরকম কোনও তারকা না থাকা সত্ত্বেও স্পোর্টিং ক্লাব দ্য গোয়া গত কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে সাফল্য পেয়ে আসছে। অথচ কলকাতা দলগুলির কর্তারা ভাল দল গড়ার পরিবর্তে নিজেদের খেয়োখেয়ী নিয়েই ব্যস্ত। তার অনিবার্য ফলশ্রুতি ক্রমাগত এই অধঃপতন।

উন্নতি হবে না বাংলার ব্যাডমিন্টনের

ষোলো পাতার পর

আসলে আমাদের মূল সমস্যা হল আধুনিক অ্যাকাডেমির অভাব। জুনিয়র পর্যায়ের পর বিশেষ করে ১৫ বছর বা ১৭ বছরের পর কিন্তু আর আমরা কাউকে সেইভাবে ধরে রাখতে পারছি না। কারণ, ওই স্টেজে খেলোয়াড়দের যে ধরনের সুযোগ সুবিধার প্রয়োজন তা আমরা দিতে পারছি না। যেটা গোপীচাঁদ বা প্রকাশের অ্যাকাডেমিতে রয়েছে। রাজ্য সংস্থা আজ দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে সরকারের কাছে অ্যাকাডেমি করার জন্য জমি চেয়ে আসছে। যা আজও আমরা পাইনি। আজকে সারা বিশ্বে যে আধুনিক কোর্টে খেলা হয় তার কোনও পরিকাঠামোই এখানে নেই।

বাংলার যে সমস্ত ক্লাবে সারা বছর নিয়মিত খেলা হয় তার প্রায় অধিকাংশ কোর্টই হল সিমেন্টের কোর্ট। কিছু বড় ক্লাবে 'উডেন কোর্ট' আছে। তাও সংখ্যায় কম। ফলে আমাদের ছেলেমেয়েদের অত্যাধুনিক কোনও সুযোগ সুবিধা দিতে পারছি না বলেই এখান থেকে তারা অন্য রাজ্যের অ্যাকাডেমিতে চলে যাচ্ছে। রাজ্য সংস্থা যদি সরকারের থেকে জমি পায় তাহলে এখানেও ভাল আবাসিক অ্যাকাডেমি গড়ে তুলতে পারা যাবে। অ্যাকাডেমি গড়ার জন্য অর্থ কোনও বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে না। আবাসিক অ্যাকাডেমির প্রোজেক্ট তৈরি আছে। কেবল জমির প্রয়োজন। বাংলার ব্যাডমিন্টনের উন্নয়নের ক্ষেত্রে শুধুই যে অ্যাকাডেমির অভাব একমাত্র প্রতিকূলতা তা কিন্তু নয়। লাল্টু গুহ'র কথায় জানা গেল আরও কিছু সমস্যা আছে। তিনি মনে করেন, ব্যাডমিন্টন খেলার জন্য যে আধুনিক শাটল ককের প্রয়োজন হয় পর্যাপ্ত পরিমাণে তার অভাব এখানে রয়েছে। কারণ, সারা বিশ্বে এখন যে বিশেষ একটা কোম্পানির ককে খেলা হয় আমরাও সেই কোম্পানির কক দিয়েই খেলি। কিন্তু তাঁর দাম যথেষ্ট বেশি। তাই অনুশীলনের সময় সবাইকে সেই কক বেশি মাত্রায় ব্যবহার করতে দেওয়া সম্ভব হয় না। দেশীয় কক আর ওই বিদেশি ককের ব্যবহার খেলায় অনেক তফাৎ গড়ে দেয়। অনেক সময় আমরা অনুশীলনে অন্য একটি বিদেশি কোম্পানির তৈরি প্রায় সমমানের কক

এইরকম অ্যাকাডেমি চাই পশ্চিমবঙ্গে

ব্যবহার করি যার দাম একটু কম। যদিও আজকাল বহু ছেলেমেয়েই যারা জাতীয় স্তরে খেলছে তাদের অধিকাংশ নিজস্ব শাটল ককে অনুশীলন করে। রাজ্য সংস্থাও তাদের সাহায্য করে কিন্তু তাদের সংখ্যা কম। সবার জন্য একই মানের সরঞ্জাম দিয়ে অনুশীলন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। অ্যাকাডেমি থাকলে এই সমস্যাটাও আর থাকবে না।

সম্প্রতি ব্যাডমিন্টনে সর্বভারতীয় প্রিমিয়র লিগ চালু হওয়াকে স্বাগত জানিয়ে শ্রী গুহ বললেন, এতে ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের যথেষ্ট উন্নতি হবে। প্রত্যেকটি রাজ্যই এগিয়ে আসতে উৎসাহ পাবে। রাজ্য স্তরে যে কোনও প্রতিযোগিতার এখন পুরস্কারের মূল্য ন্যূনতম ৫০ হাজার টাকা। যা গত কয়েক বছর থেকে অনেক বেশি। গত বছর জুলাই মাসে দুর্গাপুরে জুনিয়র স্তরে একটি সর্বভারতীয় টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছিলাম। সেক্ষেত্রে বর্তমান রাজ্য সরকার আর্থিক ও অন্যান্য সহযোগিতাও করেছিল। প্রতিযোগিতার পুরস্কার মূল্য ছিল ৫ লক্ষ টাকা। একটা কথা ঠিক আইপিএল হওয়ার সূত্রে সেখানকার খেলোয়াড়রা যেরকম অর্থ পাচ্ছে তা নতুনদের উৎসাহ যোগাবে। তবে আমাদের রাজ্যে একটি পুরোদস্তুর অ্যাকাডেমি না করতে পারলে এর ফায়দা আমরা তুলতে পারব না। পশ্চিমবঙ্গে প্রতিভার অভাব নেই। কিন্তু সেই প্রতিভাকে লালন করার জন্য যে উন্নতমানের পরিকাঠামো দরকার তা নেই। তাই আগামী দিনে বাংলার ব্যাডমিন্টনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে পেশাদারি মনোভাব সম্পন্ন অ্যাকাডেমি সবার আগে প্রয়োজন।

চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল ২০১৪'র ফেডারেশন কাপ

সাংগঠনিক অদক্ষতাতেই অধঃপতনের ট্রাডিশন চলছে

সঞ্জয় সরকার

কর্তাদের পেশাদারিত্বের অভাব, ধারাবাহিকভাবে একই টিমকে ধরে না রাখা, স্থানীয় কোচদের বাদ দিয়ে বিদেশি কোচদের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরতা, আন্ডার -এজ গ্রুপ থেকে স্থানীয় ফুটবলার তুলে না আনা এসব কারণেই কলকাতা তথা বাংলার ফুটবল যে দিন দিন পিছিয়ে পড়ছে তা আর একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল ২০১৪'র ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন কাপ প্রতিযোগিতা।

বহু বছর পরে আবার এবার ফেডকাপ ফাইনাল হল বাংলার কোনও টিম ছাড়াই। এর মধ্যে তুলনামূলকভাবে প্রশংসা করতে হবে মহামেডান দলের। এ মরশুমের শুরু থেকে মহামেডানের যা পারফর্মেন্স সেই তুলনায় তারা অনেক ভাল খেলা দেখিয়েছে। মহামেডান এবছর প্রথমদিকে বিদেশি কোচের প্রশিক্ষণাধীনে যা খেলছিল তার তুলনায় এই মুহূর্তে স্থানীয় কোচ সঞ্জয় সেনের নির্দেশনায় অনেক ভাল খেলছে। মোহনবাগান প্রথম দিকে কয়েকটি ম্যাচে দুর্ধষ পারফর্মেন্স দেখিয়েছে কিন্তু সেমিফাইনালে চার্চিলের সামনে এসে সমস্ত পরিকল্পনা ছত্রাকার হয়ে গেল। আসল ধারাবাহিক টিম ধরে রাখতে না পারায় মোহনবাগানকে এবছর নির্ভর করতে হচ্ছে অধিকাংশ তরুণ ফুটবলারদের ওপর। রক্ষণে, ইচে মাঝেমধ্যে ভাল খেললেও জাতীয় স্তরে ধারাবাহিকভাবে ভাল খেলার মতো ক্ষমতাসম্পন্ন নয়। সবুজ-মেরুন ডিফেন্সকে মূলত নির্ভর করতে হচ্ছে প্রীতম এবং শৌভিক দুই তরুণের ওপর। মাঝ মাঠে পঙ্কজ মৌলা, শংকর ওঁরাও দুজনে ভাল খেললেও একেবারে অনভিজ্ঞ। কঠিন প্রতিপক্ষের সামনে আটকে গেলে সেই চক্রব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসার মতো সৃজনশীলতা তারা এখনও অর্জন করতে পারেনি। একই কথা প্রযোজ্য অসাধারণ প্রতিভাবান রাম মালিক সম্বন্ধেও। খেপ খেলা বিশেষজ্ঞ ক্রিস্টোফার কলকাতা লিগে দারুণ গোল করলেও জাতীয় স্তরে একেবারেই মধ্যমাপের স্ট্রাইকার। টিম নির্ভর করছে গোলরক্ষক শিল্টন বাদে তিনজন খেলোয়াড়ের ওপর। তার মধ্যে মাঝমাঠে ডেনসন দেবদাস, কাতসুমি এবং আক্রমণভাগে ওডাফার ওপর। তার ওপর ওডাফা রীতিমতো আনফিট। একটি ম্যাচে ভাল খেলেই পরের ম্যাচে চোট পেয়ে যাওয়াতে সবুজ-মেরুন দলের সব সম্ভাবনাকেও শূন্যে মিলিয়ে দিচ্ছে। প্রত্যেকটি ম্যাচে গোলরক্ষক শিল্টন অন্তত দুটি নিশ্চিত গোল বাঁচাচ্ছেন। ডেনসন এবার ফেডকাপে মাঝ মাঠের পিভট হিসেবে গ্রুপ লিগে ও কোয়ার্টার ফাইনালে দারুণ খেললেও সেমিফাইনালে চার্চিল যখনই দু'জনকে বিচ্ছিন্ন করে দিল তখনই আক্রমণভাগে ওডাফা ও ক্রিস্টোফারের বল পাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। মাঝমাঠে পায়ের জঙ্গল বেড়ে গেলে সব টিমই চেষ্টা করে মাঠের দুইপ্রান্তের উইংগার দিয়ে আক্রমণ হানার জন্য। কিন্তু পঙ্কজ ও রাম দু'জনেই টেনশনে সেই বোধ হারিয়ে ফেললেন। বল পেয়ে কখনও মিসপাস করছেন, কখনওবা পরিত্রাতা ওডাফাকে খুঁজে গেলেন। আসলে গত এক দশক ধরেই একটা সেট টিম তৈরি করার দিকে মোহনবাগান কর্তারা কখনই নজর দেননি। ইস্টবেঙ্গল তাও এক টিম এবং এক কোচকে কিছুদিন ধরে রাখতে পেরেছিল বলে গত কয়েকবছরে দু'বার আইলিগ রানার্স, একবার ফেডকাপ এবং টানা চারবার কলকাতা লিগ জিতেছে। মোহনবাগান ১৯৯৮, ২০০০ ও ২০০২-এ জাতীয় লিগ জেতার পর ২০০৩-এ নিজেদের সেট টিমকে ভেঙে দিয়েছিলেন। তার কারণ সে বছর বিরোধীদের ক্ষমতায় আসা অনিবার্য হয়ে গিয়েছিল। বিরোধীরা ক্ষমতায় এসে যাতে সাফল্য না পায় তার জন্য টুটু বসু-অঞ্জন মিত্র-দেবাশিস দত্তরা এই কালিদাস মার্কা আত্মঘাতী খেলায় মেতেছিল। কিছুদিন ডামাডোল চলার পর টুটু-অঞ্জন বাহিনী আবার ক্ষমতায় এলেন। কিন্তু গত অর্ধদশক ধরে কোনও ক্ষেত্রেই একটিম ধরে রাখার চেষ্টাতো করেননি, উপরন্তু প্রত্যেক বছর

এরপর পনেরো পাতায়

অ্যাকাডেমি ছাড়া উন্নতি হবে না বাংলার ব্যাডমিন্টনের

প্রাক্তন জাতীয় পর্যায়ের খেলোয়াড় এবং রাজ্য ব্যাডমিন্টন সংস্থার কোষাধ্যক্ষ ও কোচ লাল্টু গুহ একান্ত সাক্ষাৎকারে জানালেন অভিমন্যু দাসকে

মাত্র কয়েক দশক আগের কথা। ডিসেম্বর মাসে বাংসরিক পরীক্ষার পর কলকাতার প্রায় প্রত্যেক পাড়াতেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ব্যাডমিন্টন খেলায় মেতে উঠত। বহু পাড়াতেই উৎসাহী ছেলেমেয়েরা রাস্তায় কোর্ট কেটে আলো জ্বালিয়ে সন্ধ্যায় খেলত। শুধু ছোটরা নয় বহু বড়দেরও শীতকালে পাড়ার মাঠে রাকেট হাতে নেমে পড়তে দেখা যেত। কিন্তু সেই ছবিটা আজকে কেমন যেন হারিয়ে গিয়েছে। এখন অধিকাংশ পাড়ায় আজ আর সেইভাবে ব্যাডমিন্টন খেলা হয় না। আবার অনেক ক্লাব বা সংগঠন সেই প্রথাটা ধরে রেখেছে। বেশ কিছু ক্লাবে শুধু শীতকাল নয়, সারা বছর খেলার একটা ব্যবস্থা করেছে। তবে তাঁর সংখ্যা কলকাতায় কম। অন্য অনেক খেলার মতো এই ব্যাডমিন্টনের জনপ্রিয়তা ক্রমশ বাংলা থেকে কমে যাচ্ছে। অথচ কলকাতা থেকেই একসময় মনোজ গুহ'র মতো খেলোয়াড় 'টমাস কাপে' খেলে হই হই ফেলে দিয়েছিলেন। বর্তমানে বাংলার সবচাইতে প্রতিশ্রুতিবান ব্যাডমিন্টন তারকা হলেন ঋতুপর্ণা দাস। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলা তাঁকে প্রতিভা পরিচর্যার সুযোগ করে দিতে পারেনি।

ভারত বিখ্যাত খেলোয়াড় গোপীচাঁদের অ্যাকাডেমি যেখান থেকে উঠে এসেছে সাইনা-সিন্ধুর মতো ভারতসেরারা সেখানে ট্রেনিং-এর সুবাদে সে আজ হায়দ্রাবাদের হয়ে উদীয়মান পর্যায়ে ভারতসেরার মুকুট অর্জন করেছে। এই মুহূর্তে বাংলার বহু প্রতিশ্রুতিবান ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় বাংলা ছেড়ে ভিন্নরাজ্যে চলে যাচ্ছে। সম্প্রতি বাংলার আর এক প্রতিশ্রুতিবান জুনিয়র খেলোয়াড় অরিন্তপও প্রকাশ পাড়ুকোনের ব্যাঙ্গালুরু র অ্যাকাডেমিতে যোগ দিয়েছে। এর মূল কারণ কি এই প্রসঙ্গে রাজ্য ব্যাডমিন্টন সংস্থার অর্থসচিব বিখ্যাত খেলোয়াড় লাল্টু গুহ'র বক্তব্য খুব তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর মতে, বাংলায় প্রচুর ট্যালেন্ট আছে। কিন্তু আমরা সেই ট্যালেন্টকে একটা সময়ের পর আর কাজে লাগাতে পারছি না।

এরপর পনেরো পাতায়

ফুটবল বিশ্বকাপের সাতকাহন

গত সংখ্যার পর

এই গোলটি ফুটবল ইতিহাসে হ্যান্ড অফ গড বলে খ্যাত হয়ে আছে। অপর কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রান্স ও ব্রাজিলের খেলা ১-১ থাকা অবস্থায় ব্রাজিল একট পেনাল্টি পায় কিন্তু ব্রাজিলের অন্যতম প্রবদপ্রতিম স্ট্রাইকার জিকো পেনাল্টি মিস করেন। শেষ অবধি ট্রাইবেকারে ফ্রান্স জিতে সেমিফাইনালে ওঠে। অপর দুটি খেলার মধ্যে একটিতে বেলজিয়াম স্পেনকে হারায়, এবং শেষ খেলায় পশ্চিম জার্মানি মেক্সিকোকে পরাজিত করে ট্রাইবেকারে। সেমিফাইনালে ফ্রান্স পরাজিত হয় জার্মানির কাছে। তাদের এবারও বেলজিয়ামকে হারিয়ে তৃতীয় স্থান পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। ফাইনালে মুখোমুখি হয় পশ্চিম জার্মানি ও আর্জেন্টিনা। মারাদোনা ঐশ্বরিক পায়ের জাদুর কাছে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় জার্মানদের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। ৩-২ গোলে আর্জেন্টিনার কাছে মাথা নত করে পশ্চিম জার্মানিকে রানার্স হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

দিয়োগো মারাদোনাও পরিগণিত হন বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুটবলার রূপে। সেবার মারাদোনা সোনার বল পেলেও সর্বোচ্চ গোলদাতা ছিলেন কিন্তু শেষ আটের মধ্যে বিদায় নেওয়া ইংল্যান্ডের গ্যারি লিনেকার।

বিন্যাস : অভিজিৎ সরকার

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। **সম্পাদক** ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সুধীর নন্দী কর্তৃক নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭ (ফোন - ২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক** ঃ কুণাল মালিক।